আল কাসিম ফুযালা পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত

বার্ষিক

২০২৫

আল-কাসিম ফুযালা পরিষদ

জামেয়া ক্বাসিমুল উলূম দরগাহ হযরত শাহজালাল রহ. সিলেট

আল কাসিম ফুযালা পরিষদ-এর
বার্ষিক সম্মেলন উপলক্ষে

বার্ষিক
আল কাসিম
২০২৫

পৃষ্ঠপোষক

মাওলানা মো: মাশুক উদ্দিন

সম্পাদকীয় উপদেষ্টা

হাফিজ মাওলানা আছাদ উদ্দিন
মুফতি মাওলানা আবুল খায়ের

সম্পাদনা পরিষদ

হাফিজ মাওলানা ড. সৈয়দ রেজওয়ান আহমদ
মাওলানা মো: জামিলুল হক
হাফিজ মাওলানা জিয়াউর রহমান

প্রকাশনায়

আল কাসিম ফুযালা পরিষদ

প্রকাশকাল

১৬ জানুয়ারী ২০২৫ খ্রি.

বর্ণ বিন্যাস

আবু লাবিব

মুদ্রণ ও অলংকরণ

বোখারা মিডিয়া
৫ম তলা, বশির কমপ্লেক্স, বন্দরবাজার, সিলেট
+৮৮ ০১৩২৩-৬৪৭৩৪১

সূচি

আল কাসিম ফুযালা পরিষদের পৃষ্ঠপোষক
ও জামেয়া ক্বাসিমুল উলূম দরগাহ হযরত শাহজালাল রহ. সিলেট'র মুহতামিম
মাওলানা মাশুক উদ্দিন হাফিজাহুল্লাহ'র

দোয়া ও নসীহত

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد!

আলহামদুলিল্লাহ! আমি শুনে অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি যে, জামেয়া ক্বাসিমুল উলূম দরগাহ'র ফাযিলদের সংগঠন 'আল কাসিম ফুযালা পরিষদ' বিভিন্ন সেবামূলক উদ্যোগের পাশাপাশি প্রতিবছর একটি বার্ষিকী প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছেন।

বিষয়টি যেভাবে আমাদের জন্য আনন্দদায়ক তেমনি জামেয়ার প্রচার প্রসারের জন্য একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ হিসেবেই বিবেচনা করছি।

আশাকরি, পাঠকদের জন্য এতে থাকবে অনেক উপকারী জ্ঞান ও প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা।

জামেয়ার পক্ষ থেকে আমি বার্ষিকীর সাফল্য কামনার পাশাপাশি আল-কাসিম ফুযালা পরিষদের সার্বিক উন্নতি ও মঙ্গল কামনা করছি।

মাওলানা মাশুক উদ্দিন
মুহতামিম, জামেয়া ক্বাসিমুল উলূম দরগাহ হযরত শাহজালাল রহ.
পৃষ্ঠপোষক, আল কাসিম ফুযালা পরিষদ

মুহতারাম সভাপতির বাণী

উন্নতি অগ্রগতির একমাত্র সোপন হচ্ছে শিক্ষা। পৃথিবীর ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়-শিক্ষা ছাড়া কোনো জাতি অগ্রগতি লাভ করেনি। রাষ্ট্র কিংবা জাতি-গোষ্ঠী যাই বলেন, সবাই শিক্ষাকে প্রধান্য দিয়ে অগ্রসর হয়েছে। তাই তো আমরা দেখি, মানবতার নবী বিশ্বনবী মুহাম্মদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিক্ষাকে সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করেছেন। আর তাঁরই উৎসাহ অনুপ্রেরণায় পৃথিবীর আনাচে-কানাচে গড়ে উঠেছে অসংখ্য ইসলামি শিক্ষার সৌধ। তারই ধারাবাহিকতায় আমাদের সকলের মুরুব্বি প্রথিতযশা আলেমে দ্বীন আরিফবিল্লাহ হাফিজ আকবর আলী রহ. আধ্যাত্মিক নগর সিলেট-এর প্রাণকেন্দ্রে ওলীকুল শিরোমনি হযরত শাহজালাল রহ. এর মাজার সংলগ্নে গড়ে তুলেছেন ঐতিহ্যবাহী দ্বীনি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান জামেয়া ক্বাসিমুল উলূম দরগাহ শাহজালাল রহ. সিলেট।

বলাবাহুল্য, ইসলামি শিক্ষা একজন মুসলমানের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এ শিক্ষা মানুষকে যেমন ইহকালীন কল্যাণের পথ নির্দেশ করে তেমনি পরকালীন মুক্তির পথও দেখায়। এ ছাড়া একজন মানুষকে সত্যনিষ্ঠ, পরোপকারী ও সৎ জীবন যাপনে উদ্বুদ্ধ করে। তাই সামগ্রিক বিবেচনায় ইসলামি শিক্ষার প্রতি আমাদের সর্ব্বোচ্চ গুরুত্ব দেয়া একান্ত প্রয়োজন।

জামেয়া কাসিমুল উলূম প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই ইলমে নববীর খেদমতে একনিষ্ট ভূমিকা পালন করে আসছে। আলোকিত করছে হাজার হাজার শিক্ষার্থীকে। ইলমের পিপাসা নিয়ে আগত সকল পিপাসুকে তৃপ্ত করছে কোরআন সুন্নাহর বাণী দিয়ে। জামেয়ার মাধ্যমে লাভ করছে সঠিক পথের দিশা। রাব্বে কারীম যেন তাঁর মকবুল ওলীর এ ইলমের বাগানকে সাদকায়ে যারিয়াহ হিসেবে কবুল করেন এবং তাঁকে জান্নাতের উচ্চ মাকাম দান করেন।

গৌরবময় এ দরসগাহ থেকে দাওরায়ে হাদীস তথা শিক্ষা সমাপনকারী সকল ফাযিলদের নিয়ে ১৯৮৫ খ্রি. গঠিত হয় 'আল কাসিম ফুযালা পরিষদ'। ফুযালা পরিষদ ফাযিলদের নিয়ে বছরে একটি সম্মেলন করে থাকে। ১৬ জানুয়ারী ২০২৫ খ্রি. আল কাসিম ফুযালা পরিষদের সম্মেলনে আগত উলামাদের জন্য প্রকাশিত হলো 'বার্ষিক আল কাসিম বার্ষিকী'। তজ্জন্য মহান রবের দরবারে অশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি এবং প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্টদের সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করছি।

দোয়া করি, জামেয়ার সকল ফাযিল যেন পূর্বসূরী আকাবিরগণের যোগ্য উত্তরসূরী হিসেবে দেশ ও জাতির খেদমতে আত্মনিয়োগ করতে পারেন। আমিন।

মুহাম্মদ আছাদ উদ্দিন
সভাপতি, আল কাসিম ফুযালা পরিষদ
জামেয়া কাসিমুল উলূম দরগাহ হযরত শাহজালাল রহ. সিলেট
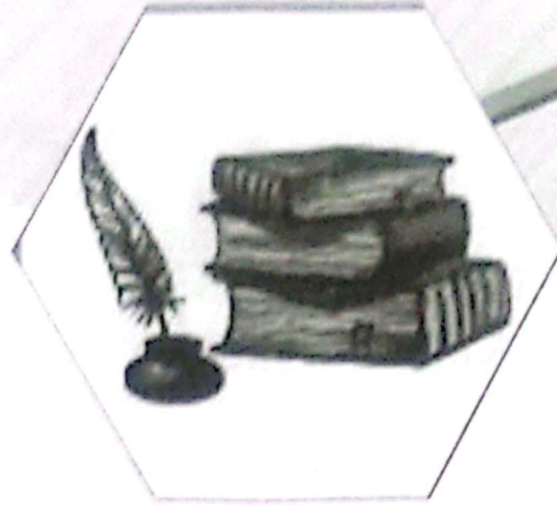
সম্পাদকীয়

আলহামদুলিল্লাহ! জামেয়া ক্বাসিমুল উলূম দরগাহ হযরত শাহজালাল রহ. সিলেট এর বার্ষিক ফুযালা সম্মেলনে ফাযিলদের অন্যতম সংগঠন 'ফুযালা পরিষদ সিলেট' এর উদ্যোগে 'আল কাসিম বার্ষিকী ২০২৫' প্রকাশ করতে পেরে রাব্বে কারীমের দরবারে শুকরিয়া আদায় করছি। অগনিত সালাত ও সালামের হাদিয়া পেশ করছি রাহমাতুল্লিল আলামীন, সায়্যিদুল মুরসালিন, আহমদ মুজতবা হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে, যাঁর ভালবাসা আমাদের মুক্তির একমাত্র পাথেয়।

আধ্যাত্মিক রাহবর আরিফ বিল্লাহ হাফিজ মাওলানা আকবর আলী ইমামসাব হুজুর রহ.-এর হাতেগড়া সিলেট নগরীর প্রাণকেন্দ্র হযরত শাহজালাল রহ.-এর দরগাহ সংলগ্নে অবস্থিত জামেয়া কাসিমুল উলূম দরগাহ হযরত শাহজালাল রহ. প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই ইলমে নববীর খেদমতে একনিষ্ঠ ভূমিকা পালন করে আসছে। আলোকিত করছে হাজার হাজার শিক্ষার্থীকে। ইলমের পিপাসা নিয়ে আগত সকল পিপাসুকে তৃপ্ত করছে কোরআন সুন্নাহর বাণী দিয়ে। রাব্বে কারীম যেন তাঁর মকবুল ওলীর এ ইলমের বাগানকে সাদাকায়ে জারিয়াহ হিসেবে কবুল করেন এবং তাঁকে জান্নাতের উচ্চ মাকাম দান করেন।

আল কাসিম পরিবারের পক্ষ থেকে সবিনয় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি, মাদরাসার মুহতামিম হযরত মাওলানা মাশুক উদ্দিন দা.বা.আ.-এর প্রতি, যিনি আমাদের মকবুল দোয়া দিয়ে ধন্য করেছেন।

শুকরিয়া আদায় করছি, 'আল কাসিম ফুযালা পরিষদ'র সম্মানিত সভাপতি, জামেয়ার নায়েবে মুহতামিম হাফিজ মাওলানা আছাদ উদ্দিন দা. বা. এর প্রতি, যাঁর সার্বিক তত্ত্বাবধানে 'বার্ষিক আল কাসিম' প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছি।

আল কাসিম বার্ষিকী প্রকশনায় সকল তথ্যাদি দিয়ে সার্বিক সহযোগিতা করেছেন আল কাসিম ফুযালা পরিষদ'র সম্মানিত সাধারণ সম্পাদক জামেয়ার ফতোয়া বিভাগের প্রধান মুফতি মাওলানা আবুল খায়ের (দা. বা.)। প্রকাশনা পরিবার তাঁর কাছে চিরঋণী।

জামেয়ার সকল আসাতেজায়ে কেরামের স্নেহ-ভালবাসা ও দিক নির্দেশনা এবং আল কাসিম ফুযালা পরিষদের সকল নেতৃবৃন্দ'র পরামর্শ ও আন্তরিকতায় আল কাসিম বার্ষিকী প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছি। প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে মোবারকবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

সময় স্বল্পতা সত্ত্বেও 'বার্ষিক আল কাসিম' নির্ভুল করার যথাসাধ্য চেষ্টা করা হয়েছে। তদুপরি অনিচ্ছাকৃত ভুলের জন্য সম্পাদনা পরিষদের পক্ষ থেকে ক্ষমাপ্রার্থী।

আল্লাহ তাআলা সকলের কাজকে তাঁর হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ওসীলায় কবুল করুন। আমীন।
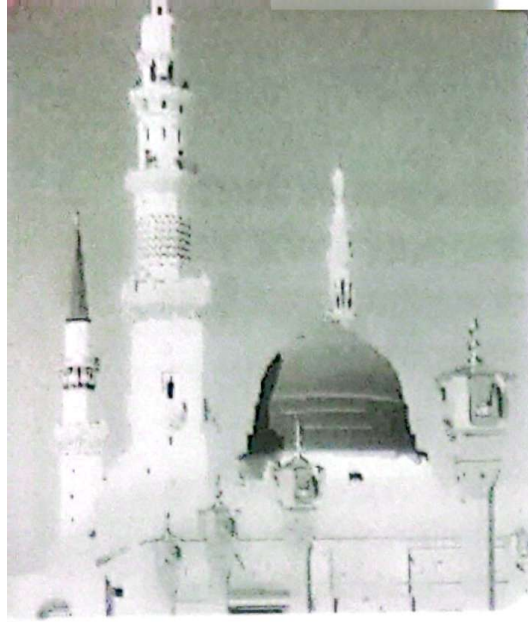
দারুল আরকাম থেকে জামেয়া কাসিমুল উলূম

হাফিজ মাওলানা মুহাম্মদ আছাদ উদ্দিন

জাবালে নূর তথা হেরা পর্বত গুহায় রাসূলে আরাবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 'পড়' শব্দের নির্দেশপ্রাপ্ত হলেন। এই নির্দেশে রাসুলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বয়ং রবের ছাত্রত্ব গ্রহণ করলেন। ইলমে ওহীর নির্দেশ পেয়ে দায়িত্ব পেলেন শিক্ষকের। ছাত্র হলেন- হযরত আবু বকর রা., হযরত উমর রা. উসমান রা., হযরত আলী রা. হযরত যায়েদ বিন হারেস রা.-এর মতো পূণ্যবান ব্যক্তিবর্গ। ধীরে ধীরে ছাত্র সংখ্যা বাড়তে লাগল। এমতাবস্থায় দ্বীনি তা'লিম ও তারবিয়্যাতের উদ্দেশ্যে সর্বপ্রথম হযরত আবু বকর সিদ্দিক রা.-এর বাড়ির আঙ্গিনায় শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয়।

দারুল আরকাম :

হেরা পর্বত গুহায় রাসূলে আরাবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পড়ার নির্দেশপ্রাপ্ত হয়ে হযরত জিবরীল আ.'র মাধ্যমে আল্লাহর ওহী প্রাপ্ত হন। তিনি ইলমে ওহীর নির্দেশ পেয়ে দায়িত্ব পেলেন শিক্ষকের। দা'য়ীর দাওয়াত পেয়ে যাঁরা প্রথমে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন তাঁরা হলেন রাসুলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম'র প্রথম ছাত্র। সময়ের ধারাবাহিকতায় মুসলমান সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে ছাত্র সংখ্যাও বাড়তে লাগল। দ্বীনি তা'লিম ও তারবিয়্যাতের উদ্দেশ্যে হযরত আবু বকর সিদ্দিক রা.-এর বাড়ির আঙ্গিনায় অনুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হলেও মূলত: হযরত আরকাম বিন আবুল আরকাম রা.-'র বাড়িতে 'দারুল আরকাম' নামক শিক্ষা প্রাতিষ্ঠানের কার্যক্রম শুরু হয়।

মদিনায় শিক্ষাকেন্দ্র :

মসজিদে বনু যুরাইক হলো মদিনার প্রথম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এর উস্তাদ ও ইমাম ছিলেন হযরত রাফে বিন মালেক যরকি আনসারি রা.। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আসহাবে সুফফার দরিদ্র ও দূর্বল নও মুসলিম এবং বহিরাগত ব্যক্তিদের নিয়ে সেখানে বৈঠক করতেন,

কুরআন-সুন্নাহর দরস দিতেন। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম- এর হিজরতের পর মদিনার 'মসজিদে নববী' হয়ে যায় কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এই আসহাবে সুফফাই মূলত: ইসলামি সাম্রাজ্যের শিক্ষা-দীক্ষার মূল কেন্দ্র। এমনিভাবে খোলাফায়ে রাশেদীনের সময়ে দ্বীনের প্রচার ও প্রসারে যে যেখানে গিয়েছেন সেখানেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছিলেন।

উমাইয়া ও আব্বাসীয় আমলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান :

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ইন্তেকালের পর সাহাবায়ে কেরাম দাওয়াত ও তাবলিগের কাজে পুরো পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েন। ফলে বিভিন্ন স্থানে মসজিদ-মাদরাসা প্রতিষ্ঠা হয়। উমাইয়া খলিফা উমর বিন আব্দুল আজিজ রহ. এর ইলমে দ্বীন শিক্ষার নির্দেশে নতুন যুগের সূচনা হয়। উমাইয়া শাসনামলের পর আব্বাসিয় খেলাফত শুরু। আব্বাসিয় শাসনামলে শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যাপক উন্নতি সাধিত হয়। এ যুগে মাদরাসা শিক্ষা ব্যবস্থার তত্ত্বাবধানে রাষ্ট্র পরিচালিত হত। মাদরাসা শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গই বড় বড় চিকিৎসক, বড় বড় ইঞ্জিনিয়ার, দার্শনিকসহ বিভিন্ন বিষয়ে পাণ্ডিত্ব অর্জন করতে পারতেন। আব্বাসিয় শাসনামলেই প্রসিদ্ধ ইসলামি চিন্তাবিদ হযরত ইমাম আবু হানিফা রহ., ইমাম মালেক রহ., ইমাম শাফেয়ি রহ., ও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহ. এর বৈচিত্রময় কর্মের পরিস্ফুটন ঘটে।

দরসে নিজামি :

১০৬৭ খ্রি. মুতাবেক ৪৫৯ হিজরিতে বাগদাদে মাদরাসায়ে নিজামিয়া দারুল উলূম প্রতিষ্ঠিত হয়। ইমাম গাজালি রহ., ইমাম তাবারি রহ., তাবরিযি রহ., আব্দুল কাদের জিলানি রহ. প্রমুখ নিজামিয়া দারুল উলূম'রই ছাত্র ছিলেন। মুসলিম সাম্রাজ্যে গড়ে উঠা সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নিজামুলমুলক এর সিলেবাস অনুসরণ করে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হয়। মাদরাসায়ে নিজামিয়া'র অনুসরণে প্রতিষ্ঠিত সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে নিজামিয়া মাদরাসা বা 'দরসে নিজামি' বলা হয়ে থাকে।

উপমহাদেশে মাদরাসা শিক্ষা :

একাদশ শতাব্দিতে বাগদাদে মাদরাসা শিক্ষার যে আলো জ্বলে উঠেছিল সে আলো ক্রমান্বয়ে পূর্ব দিকে ইসলাম প্রচার ও সাম্রাজ্য বিস্তারের সাথে সাথে আরও অগ্রসর হয়ে পাকিস্তান, আফগানিস্তান ও ভারত হয়ে বাংলাদেশে চলে আসে। মুসলিম শাসকদের রাজ্যাভিযান ৭১২ খ্রি. ভারতবর্ষের সিন্ধু, মুলতান জয় করে কাশ্মীর পর্যন্ত অগ্রসর হয়। পরবর্তীতে সুলতান মুহাম্মদ ঘোরি ও সুলতান কুতুব উদ্দীন আইবেক (১২০৬-১২১০) ভারতের অনেকাংশ জয় করেন। রাজ্য জয়ের সাথে সাথে মুসলিম শাসকগণ মসজিদ, মাদরাসা, সরাইখানা প্রভৃতি নির্মাণ কাজে পৃষ্ঠপোষকতা করেন। মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা জহিরুদ্দীন মুহাম্মদ বাবর (১৫২৬-১৮৫৭) এর শাসনামল থেকে প্রায় ৩০০ বছরের সকল শাসককেই বিদ্যা শিক্ষা বা মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা ও পৃষ্ঠপোষক হিসেবে পাওয়া যায়। মুঘলদের পরবর্তী সম্রাট শাহজাহান (১৬২৭-১৬৬৬), সম্রাট আলমগির (১৬৬৬-১৭০৭) তার পূর্বসূরিদের মত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষকতা করেন। শাহজাহান দিল্লির জামে মসজিদ এবং তৎসংলগ্ন একটি বড় মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। আওরঙ্গজেব তথা সম্রাট আলমগির প্রায় প্রত্যেক মসজিদ সংলগ্ন মক্তব-মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। এ সব মসজিদ মাদরাসা পরিচালনার লক্ষ্যে লা-খেরাজ সম্পত্তি দান করে যান। মুঘল সাম্রাজ্য পরবর্তী ইংরেজদের আমলে ১৭৯৩খ্রি.

এক আইন জারির মাধ্যমে তা রহিত করা হয়। মসজিদ এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নামে বরাদ্দকৃত লা-খেরাজ সম্পত্তি না থাকায় ধীরে ধীরে তা বন্ধ হতে থাকে।

বাংলা অঞ্চলে শিক্ষা :

অষ্টাদশ শতাব্দির শেষের দিকে বঙ্গ দেশের শিলাপুর নামক স্থানে কিছু ছোট ছোট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল। যেখানে হিন্দু ও মুসলমানরা আরবি ও ফার্সি শিক্ষা গ্রহণ করতেন। মুসলিম আমলে বাংলাদেশে প্রতি ৪ হাজার লোকের জন্য একটি করে প্রাথমিক মাদরাসা ছিল। বাংলাদেশে এরূপ প্রায় ৮০ হাজার প্রাথমিক মাদরাসা ছিল। এ জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মসজিদের সঙ্গে যুক্ত ছিল। এগুলোতে আরবি-ফার্সি ইত্যাদি পড়ানো হতো।

দারুল উলূম দেওবন্দ প্রতিষ্ঠা :

মুঘল শাসনামলের শেষ দিকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ভারত বর্ষের ক্ষমতা নিজ হাতে নিয়ে, এ ফরমান জারি করে যে, 'এখন থেকে বাদশাহ সালামতের রাজ্যে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিরই হুকুমত চলবে।' সেই দিন মুসনাদুল হিন্দ শাহ ওয়ালীউল্লাহ রহ. এর সুযোগ্য সন্তান হযরত শাহ আবদুল আযীয রহ. দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ফতওয়া ঘোষণা করলেন- 'ভারতবর্ষ এখন দারুল হরব। (শত্রু কবলিত দেশ) তাই প্রত্যেক ভারতবাসির জন্য ফরজ হল একে স্বাধীন করা।" তার এই ঘোষণা ছড়িয়ে পড়লে উলামায়ে কোরামের নেতৃত্বে ১৮৫৭ খ্রি. সিপাহি বিপ্লব শুরু হয়। ড. উইলিয়াম লিওর তাঁর এক রিপোর্টে বলেন, 'এটি মূলত: মুসলমানদের আন্দোলন, যার নেতৃত্ব দিচ্ছে এ দেশের আলেম সমাজ। সুতরাং এ বিদ্রোহকে চিরতরে নির্মূল করতে হলে মুসলমানদের জিহাদি চেতনাকে অবদমিত করতে হবে।' ড. উইলিয়াম'র রিপোর্টের প্রেক্ষিতে ইংরেজ শাসক এ দেশে আলেম-উলামার উপর দমন-নিপীড়ন শুরু করে এবং হাজার হাজার আলেম-উলামাকে ফাঁসি দেওয়া হয়। এমতাবস্থায় উলামায়ে কেরামের পরামর্শে সশস্ত্র সংগ্রাম বন্ধ রেখে দ্বীনি চেতনায় উজ্জীবিত একদল জানবায মুজাহিদ তৈরির লক্ষ্যে হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী রহ.-এর ইঙ্গিতে হযরত মাওলানা কাসেম নানুতুবি রহ.-এর নেতৃত্বে ১৮৬৬ খ্রি. মুতাবিক ১২৮৩ হিজরি সনে ভারতের উত্তর প্রদেশস্থ সাহারানপুর জেলায় দেওবন্দ নামক গ্রামে ঐতিহাসিক সাত্তা মসজিদ প্রাঙ্গনে একটি ডালিম গাছের নীচে 'দারুল উলূম দেওবন্দ' মাদরাসার গোড়াপত্তন হয়। একদল দীক্ষাপ্রাপ্ত সচেতন মুজাহিদ তৈরি করাই ছিল উক্ত শিক্ষা কেন্দ্রের মূল লক্ষ্য। ফলে অল্পদিনেই তৈরি হয়ে গেল এক নতুন জিহাদি কাফেলা। দীর্ঘ সংগ্রাম, ত্যাগ ও কুরবানির বিনিময়ে এদেশের মজলুম জনতা ফিরে পেল কাঙ্খিত স্বাধীনতা। উপমহাদেশসহ বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে দেওবন্দের আদলে আজ গড়ে উঠেছে হাজার হাজার ইসলামি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। বর্তমানে যা কওমি মাদরাসা নামে খ্যাত। এখান থেকে ইলমে দ্বীনের অমৃত সুধা পানে পরিতৃপ্ত হচ্ছে কোটি কোটি মুসলমান। ফারা পর্বতের আলোসিক্ত এ কওমি মাদরসাগুলোই হচ্ছে মুসলমানদের দ্বীন-ঈমান সংরক্ষণের সর্বশেষ দুর্গ।

জামেয়া ক্বাসিমুল উলূম :

জামেয়া ক্বাসিমুল উলূম দরগাহে হযরত শাহজালাল রহ. সিলেট, যা সিলেট বিভাগের অন্যতম একটি দ্বীনি দরসগাহ। হযরত শাহজালাল রহ. দরগাহ মাজার'র পার্শবর্তী জামে মসজিদের

ইমাম ও খতিব ছিলেন আরিফবিল্লাহ হাফিজ মাওলানা আকবর আলী রহ.। তিনি প্রতিদিন নামাজের পর মুসল্লিদের নিয়ে দ্বীনি তা'লিম তথা কুরআনের কিছু বাণী শুনাতে শুরু করেন। দীর্ঘদিন এই কার্যক্রম চলতে থাকে।

১৯৬১ খ্রি. পাকিস্তানের মুফতিয়ে আজম হযরত মাওলানা মুহাম্মদ শফি রহ. সিলেট সফরে আসেন। এ সময় তিনি হযরত শাহজালাল রহ.'র কবর জিয়ারতে আসেন এবং হাফিজ মাওলানা আকবর আলী রহ. কে মসজিদ সংলগ্ন একটি মক্তব বা মাদরাসা প্রতিষ্ঠার জন্য পরামর্শ দেন। তার পরামর্শ ও প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে মাওলানা আকবর আলী রহ. ১৯৬১ খ্রি. ৭ নভেম্বর হযরত শাহজালাল রহ. মাজার'র দক্ষিণপার্শ্বে 'মাদরাসায়ে তা'লিমুল কুরআন' নামে একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। তা'লিমুল কুরআন মাদরাসা প্রতিষ্ঠায় যাঁদের ত্যাগ ও শ্রম অনস্বীকার্য তাঁরা হলেন-সিলেট সরকারি আলিয়া মাদরাসার সুপারেন্টেন্ডেন্ট হাজি আরশাদ আলী রহ. ও তার ছাত্র দরগাহর প্রাক্তন মুতাওয়াল্লি এ জেড আব্দুল্লাহ রহ. ও দরগাহ মসজিদের প্রাক্তন ইমাম মাওলানা ছাঈদ আলী কাছারী রহ.। মাদরাসার প্রতিষ্ঠাকালীন নাম ছিল 'মাদরাসায়ে তালিমুল কুরআন দরগাহে হযরত শাহজালাল রহ. সিলেট'।

১৯৭৫ খ্রি. দারুল উলূম দেওবন্দের মুহতামিম হযরত মাওলানা কারী মুহাম্মদ তৈয়ব রহ. সিলেট আগমন করলে 'মাদরাসায়ে তালিমুল কুরআন'-এর নাম পরিবর্তন করে নামকরণ করা হয় 'মাদরাসায়ে ক্বাসিমুল উলূম দরগাহ হযরত শাহজালাল রহ.' সিলেট। পরবর্তীতে শিক্ষাব্যবস্থার ব্যাপক উন্নতি হলে মাদরাসা শব্দের স্থলে 'জামেয়া' শব্দ সংযোজন করা হয়। তখন থেকে মাদরারাসার নাম জামেয়া ক্বাসিমুল উলূম দরগাহে হযরত শাহজালাল রহ. সিলেট। দারুল উলূম দেওবন্দের মৌলিক ধারা অক্ষুন্ন রেখে যুগ চাহিদার আলোকে জামিয়া সুচারুরূপে পরিচালনার নিমিত্ব একটি রূপরেখা তৈরি করা অত্যন্ত জরুরি হয়ে পড়ে। জামেয়া কর্তৃপক্ষের বিশেষ অনুরোধে সিলেটের কৃতী সন্তান বাংলাদেশের অন্যতম শায়খুল হাদিস জাতীয় মসজিদ বায়তুল মুকাররমের খতীব মাওলানা উবায়দুল হক জালালাবাদী রহ. এ কাজটি সম্পন্ন করেন। ১৯৬৮ খ্রি. দীর্ঘ গবেষণার মাধ্যমে তিনি একটি বিশেষ সুপারিশমালা প্রণয়ন করেন। সেই সুপারিশমালার আলোকে (১৯৬৮-বর্তমান) মাদরাসাটি পরিচালিত হয়ে আসছে।

জামেয়ার শিক্ষা ব্যবস্থা :

মাদরাসার শিক্ষা ব্যবস্থা ৫টি স্তরে বিভক্ত- ক) মারহালায়ে ইবতেদাইয়্যাহ (প্রথমিক স্তর) : ৫ বছর মেয়াদি এ স্তরে তাজবিদ সহ বিশুদ্ধভাবে কুরআন শিক্ষাদান, যুগ-চাহিদার প্রেক্ষাপটে মাতৃ ভাষা লিখন ও পঠন এবং প্রারম্ভিক ইংরেজি, অংক, উর্দু, ভূগোল, সমাজ ও বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয় শিক্ষা দেওয়া হয়ে থাকে।

খ) মারহালায়ে মুতাওয়াসসিতাহ (নিম্ন মাধ্যমিক স্তর) : ৪ বছর মেয়াদি এ স্তরে মাদরাসা বোর্ডের সিলেবাস অনুযায়ী আরবি ও উর্দূ সাহিত্য সহ আরবি ব্যাকরণ তথা নাহু-সরফ ইত্যাদি বিষয় পাঠদান করা হয়। তাছাড়া আরবি সাহিত্য ও যুক্তিবিদ্যার প্রাথমিক কিতাবাদি, হানাফি ফিকাহ শাস্ত্রের মৌলিক গ্রন্থাবলি, সমকালীন চাহিদা অনুযায়ী মাধ্যমিক স্তরের বাংলা, ইংরেজি, অংক, ইতিহাস, ভূগোল ও পৌরনীতি ইত্যাদি বিষয় পড়ানো হয়।

গ) মারহালায়ে ছানাবিয়া (উচ্চ মাধ্যমিক স্তর) : ৩ বছর মেয়াদি এ স্তরে আরবি ব্যাকরণ তথা

নাহু-সরফের উচ্চ স্তরের কিতাবাদি, আরবি অলংকার শাস্ত্র তথা ইলমে বালাগাত, উচ্চমানের আরবি সাহিত্য, যুক্তিবিদ্যা, ফিকহ ও এর মূলনীতি তথা উসূলে ফিকহ, সংক্ষিপ্ত তাফসীর, ফরায়েজ শাস্ত্র ও ইসলামের ইতহাস ইত্যাদি বিষয় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

ঘ) মারহালায়ে ফযীলত (স্নাতক স্তর) : ২ বছর মেয়াদি উক্ত স্তরে ইলমে তাফসির, ইলমে হাদিস, ইলমে ফিকহ ও আরবি সাহিত্যের উচুঁ স্তরের কিতাবাদি ও ইলমে কালাম বা আকাইদ শাস্ত্র ইত্যাদি বিষয়ের উপর পাঠদান করা হয়।

ঙ) মারহালায়ে তাকমীল (স্নাতকোত্তর) : এ স্তরে ইলমে হাদিসের সিহাহ সিত্তাহসহ তহাবী শরীফ, মুয়াত্তা ইমাম মালিক, মুয়াত্তা ইমাম মুহাম্মদ এর মত গুরুত্বপূর্ণ কিতাবগুলোর পাঠদান করা হয়।

তাখাস্সুস ফিল ফিকহ ওয়াল ইফতা :

স্নাতকোত্তরে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ ছাত্রদের জন্য ১৯৯৫ খ্রি. থেকে জামেয়ায় চালু হয়েছে দুই বছর মেয়াদি তাখাস্সুস ফিল ফিকহ ওয়াল ইফতা বিভাগ। এ বিভাগে অধ্যয়নরত ছাত্রদেরকে সমকালীন সমস্যা সমূহের কুরআন-সুন্নাহ ভিত্তিক ফতোয়া প্রদানে যোগ্য করে গড়ে তোলা হয়।

হিফজ বিভাগ :

জামিয়াটি সূচনালগ্ন থেকে কুরআন হিফজের উপর গুরুত্ব দিয়ে আসছে। সিলেট ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর সংলগ্ন ধূপাগুল এলাকায় একটি স্বতন্ত্র হিফজ শাখাও চালু রয়েছে।

গ্রন্থাগার :

মাদরাসায় বিভিন্ন বিষয়ের ওপর রচিত দুর্লভ ও দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থাদির বিপুল সংগ্রহ রয়েছে। প্রতি বছর শিক্ষাবর্ষের প্রারম্ভে শত শত ছাত্রের মাঝে বিপুল পরিমাণ পাঠ্যকিতাব বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়। জামিয়ার গ্রন্থাগারে রয়েছে প্রাচীন ও আধুনিককালের তাফসির, হাদিস ও ফতওয়ার বিশাল সমাহার। এছাড়াও যুগের চাহিদা পুরণ করার মতো রয়েছে পুস্তকের এক বিশাল ভাণ্ডার। জামেয়ায় বর্তমানে মোট ১০৭০ (এক হাজার সত্তর) জন শিক্ষার্থী ও ৩৭ জন শিক্ষক কর্মরত আছেন। আযাদ দীনি এদারায়ে তালিম বাংলাদেশের অধীনে প্রতি বছর ফাইনাল পরীক্ষায় জামেয়ার ফলাফল সর্বাগ্রে। রাব্বুল আলামিনের অশেষ মেহেরবানীতে আরিফবিল্লাহ হযরত মাওলানা আকবর আলী রহ. হাতে গড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জামেয়া ক্বাসিমুল উলূম তার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে দীর্ঘ ৬৩ বছর থেকে ইসলামি শিক্ষার প্রচার ও প্রসারে নিরলস কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। জামেয়াকে কেন্দ্র করে বৃহত্তর সিলেটে শত শত দ্বীনি মাদরাসা, মক্তব, খানকাহ মসজিদ ও ইবাদতখানা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাছাড়া জামেয়া থেকে হাজার হাজার উলামায়ে কেরাম তৈরী হয়ে দেশ-বিদেশের আনাচে-কানাচে দ্বীনের বিভিন্ন পর্যায়ের খেদমতে নিয়োজিত রয়েছেন। মহান রাব্বুল আলামিন, জামেয়ায় পড়ুয়া সকলকে দ্বীনের একজন খাদিম হিসাবে কবুল করুন। আমিন।
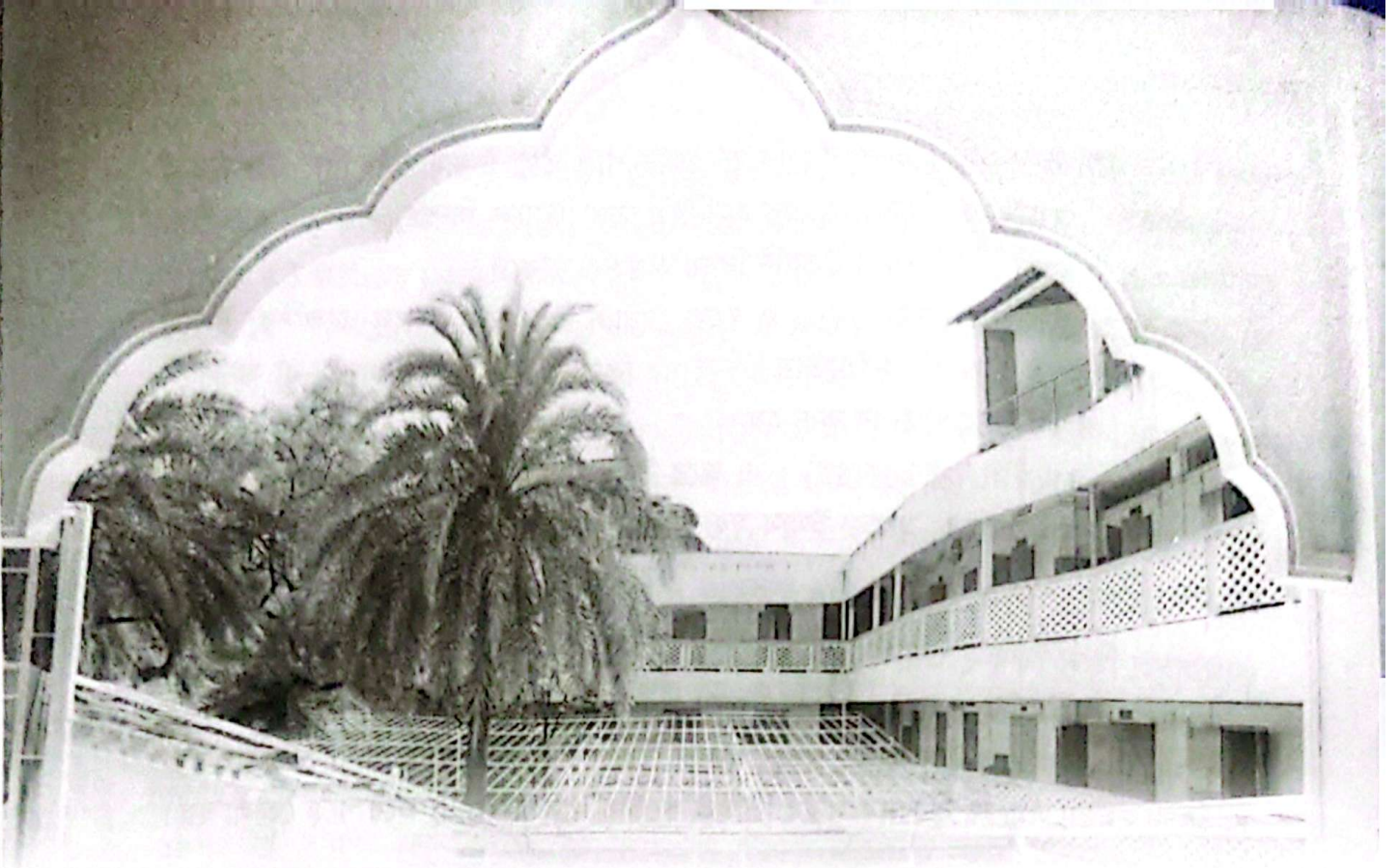
একনজরে জামেয়া

নাম : জামেয়া ক্বাসিমুল উলূম

প্রতিষ্ঠাকালীন নাম : মাদরাসায়ে তা'লিমুল কুরআন। অত:পর ১১ মে ১৯৭৫ খ্রি. নামকরণ করা হয় 'মাদরাসায়ে ক্বাসিমুল উলূম'। ৫ এপ্রিল ১৯৮২ খ্রি. পুণরায় নামকরণ করা হয় 'জামেয়া ক্বাসিমুল উলূম'

নামের উৎস : نماأناقاسم والله ويعطى। "আমি তো কেবল বন্টনকারী, আল্লাহই জ্ঞান দান করেন।" (আল হাদীস)

অবস্থান : হযরত শাহজালাল রহ. প্রাঙ্গঁণ, সিলেট, বাংলাদেশ

প্রতিষ্ঠাকাল : ২৭ জমাদিউল উলা হিজরি, মোতাবেক ৭ নভেম্বর ১৯৬১ খ্রি.

প্রতিষ্ঠাতা : আরিফ বিল্লাহ হাফিজ মাওলানা আকবর আলী রহ. (১৯১৬-২০০৫)

প্রতিষ্ঠায় যাঁদের অবদান : জামেয়া প্রতিষ্ঠায় মূল প্রেরণাদাতা মুফতি মুহাম্মদ শফি রহ.। হাজি আরশাদ আলী সাহেব, দরগাহ'র প্রাক্তন মুতাওয়াল্লি এ জেড আব্দুল্লাহ রহ. ও দরগাহ মসজিদের প্রাক্তন ইমাম মাওলানা ছাঈদ আলী কাছারী রহ. সহ অনেকের এতে অবদান রয়েছে।

মুহতামিম : মাওলানা মাশুকুদ্দিন বড়বাড়ি দা. বা.।

নায়বে মুহতামিম : হাফিজ মাওলানা আছাদ উদ্দিন দা. বা.।

শিক্ষাসচিব : মাওলানা আতাউল হক জালালাবাদী দা. বা.।

তাকমিল ফিল-হাদিস সূচনা : ১৩৯৫ হিজরি মোতাবেক ১৯৭৫ খ্রি. ।

দারুল ইফতার সূচনা : ১৪১৬ হিজরি মোতাবেক ১৯৯৬ খ্রি.।

উলুমুল হাদিসের সূচনা : ১৪৩৬ হিজরি মোতাবেক ২০১৫ খ্রি.।

বিভাগ : মক্তব, হিফজুল কুরআন,দরসে নিজামী (নূরানী বিভাগসহ ইবতেদায়ি ৪র্থ শ্রেণি থেকে তাকমিল ফিল-হাদিস) তাখাসসুস ফিল-ফিকহি ওয়াল ইফতা, কম্পিউটার বিভাগ।

শাখা : সিলেট ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর সংলগ্ন ধোপাগুলে একটি হিফজ শাখা রয়েছে।

উস্তাদ সংখ্যা : ৩৭ জন। কর্মচারী ২৪ জন।

ছাত্র সংখ্যা : ১০৭০ জন। ফ্রি বোডিং-এ ৭৮১ জন।

তাকমিল ফিল হাদিস- ১৮৪ জন।

ফুযালা সংখ্যা : দাওরায়ে হাদিস-৩,১০২ জন, ইফতা-২৩৫ জন, হিফজুল কুরআন-১,২৯৮ জন, উলূমুল হাদিস-১২ জন।

ফুযালা সংগঠন : 'আল কাসিম ফুযালা পরিষদ'

বৃত্তি : বিগত ২০১০ খ্রি. থেকে প্রতি বছর শতাধিক ছাত্রকে মেধা তালিকায় শীর্ষ হওয়ায়, শতভাগ উপস্থিতি ইত্যাদি বিষয়ে 'আকবরী বৃত্তি' নামে একটি প্রদান করা হচ্ছে।

সাময়িকী : মাসিক আল কাসিম। email : monthly.alqasim@gmail.com

অন্যান্য খিদমাহ : মাওলানা আকবর আলী রহ. পাঠাগার, ফতওয়া বিভাগ, গরীব ও এতিমখানা বোর্ডিং, দাওয়াত ও তাবলিগ, জিহাদ ও সংগ্রাম, লেখালেখি, প্রকাশনা ইত্যাদি।

ক্যাম্পাস : দক্ষিণ-পূর্বে ৪ তলা বিশিষ্ট শিক্ষাভবন-১, মাজারের উত্তর পাশে দারুল একামা নামে পরিচিত ৫ তলা বিশিষ্ট শিক্ষাভবন-২, রাজারগল্লি -৭৩ এ অবস্থিত যথাক্রমে ৪ তলা, ৩ তলা,, ৪ তলা ও নির্মাণাধীন ৬ তলা বিশিষ্ট ৪ টি ভবনসমৃদ্ধ ছাত্রাবাস (দারুল সুন্নাহা)। এছাড়া জামেয়ার শাখা ধোপাগুলে একটি ১ তলা বিশিষ্ট ভবন রয়েছে।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা : কিরাআত ও তাজবিদ, তাখাসসুস ফি উলূমিল কুরআন, তাখাসসুস ফি আদাবিল আরাবি ইত্যাদি বিভাগ চালু করা।

জেনারেল ফাণ্ডের বার্ষিক আয় : ১,১০,৫১,৭৮৫.৫০ টাকা

মতবখ ফাণ্ডের বার্ষিক আয় : ২,১০,৬৩,৫৯৯.৮৫ টাকা

অডিট ব্যবস্থা : বাংলাদেশ সরকার অনুমোদিত অডিট টিম প্রতি বছর অডিট করে।

ফোন : ০২৯৯৬৬৩৪৭০৮, মোবাইল-০১৭৫৬-৯৩৮৭৮০

ওয়েব : www.jamiadorgah.org

ইমেইল- jamiadorgah@gmail.com
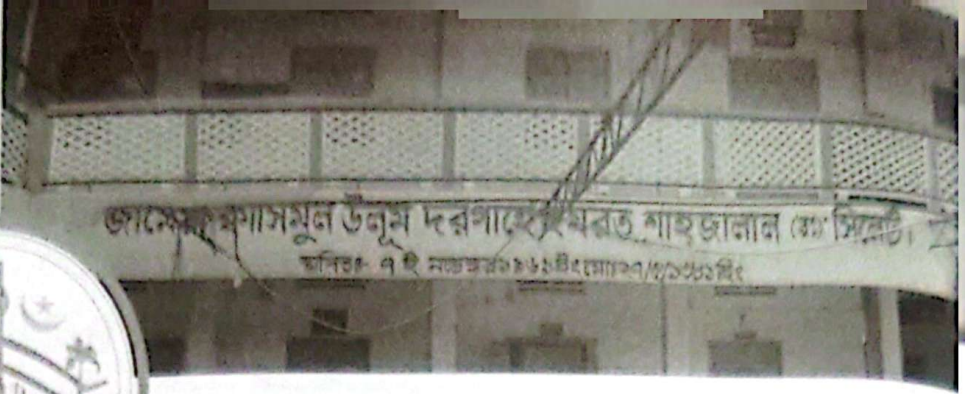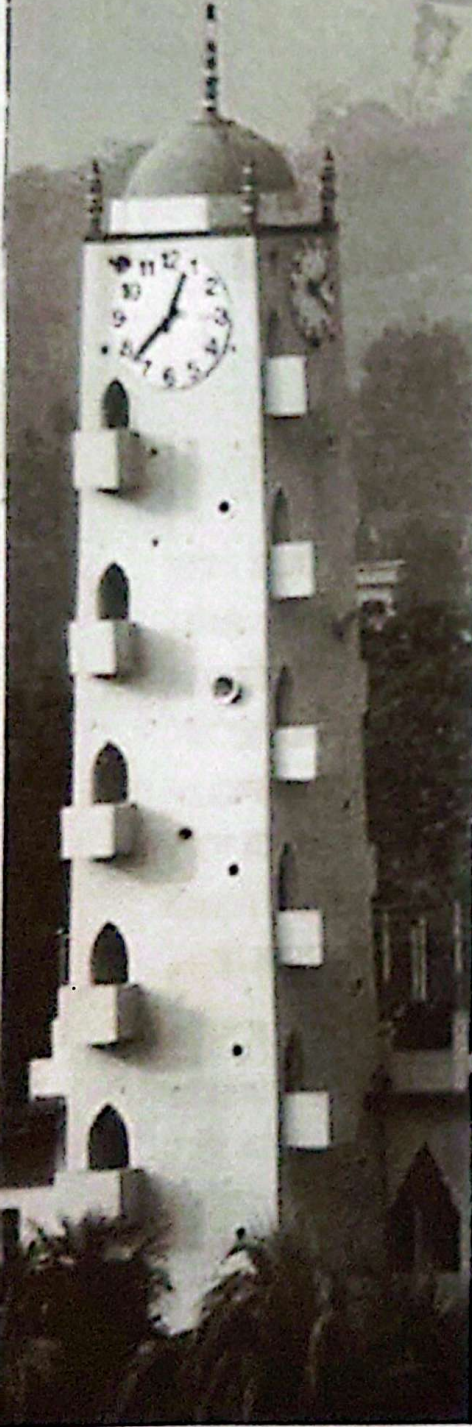
আধ্যাত্মিক রাহবার
জামেয়া কাসিমুল উলূম দরগাহ
হযরত শাহজালাল রা.এর প্রতিষ্ঠাতা মুহতামিম

আরিফ বিল্লাহ

হাফিজ মাওলানা আকবর আলী রহ.

মুফতি মাওলানা আবুল খায়ের বিথঙ্গলী

বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তার সাহাবাগণের তিরোধানের পর পৃথিবীর বুকে ইসলাম ধর্ম ব্যাপকভাবে প্রতিষ্ঠালাভ করেছে যাদের অবিরাম প্রচেষ্টায়, তাঁরা হলেন হক্কানী আলেম ও আউলিয়ায়ে কেরাম। ওলীআল্লাহদের নিরলস, নির্ভিক ও নিঃস্বার্থ প্রচেষ্টায় ভবিষ্যতেও দুনিয়াজুড়ে ইসলাম ধর্ম আরো প্রসার লাভ করবে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তবে শর্ত হচ্ছে, পীর-বুযুর্গ হতে হলে হক্কানী আলেম ও সুন্নাতে নববীর পূর্ণ অনুসারী হতে হবে। একদা রাসূলে কারীম সা.কে জনৈক সাহাবি প্রশ্ন করলেন, হুযুর! আপনার ওয়ারিস কারা? জবাবে নবীজী সা. বললেন, পবিত্র কুরআন ও হাদিস যারা জানে এবং তদানুসারে আমল করে, তারাই হচ্ছেন উলামা।' উপরোক্ত হাদিস দ্বারা আমরা উলমায়ে কেরাম তথা হক্কানি আলেম ও পীর বুযুর্গদের সংজ্ঞা জানতে পারলাম। আরও জানতে পারলাম পবিত্র কুরআন ও হাদিস শুধু জানলেই হবে না; মানতেও হবে। আবার কেবল মানলেই হবে না; বরং পবিত্র কুরআন ও হাদিসের বিধি-নিষেধ, আদেশ-উপদেশ, অনুসরণে যথাযথভাবে আমলও করতে হবে। অতএব,

যারা কুরআন ও হাদিস জানে, মানে এবং যথাযথভাবে আমলও করে তারাই হচ্ছে প্রকৃত উলামায়ে কেরাম। আর এরূপ উলামায়ে কেরামই হচ্ছেন নায়েবে রাসূল হওয়ার যোগ্য। এ রকম আলেমগণকেই বলা হয় হক্কানি আলেম তথা সত্যিকার পীর ও বুযুর্গ। এমনই অসাধারণ মানুষ ছিলেন আমার উস্তায ও পীর সর্বজন শ্রদ্ধেয় ইসলামি ব্যক্তিত্ব বিশিষ্ট আলেমে দ্বীন, ওলীকুল শিরোমণি, জামেয়া ক্বাসিমুল উলূম দরগাহে হযরত শাহজালাল রহ.'র প্রতিষ্ঠাতা মুহতামিম হযরত আকবরী আলী ইমাম সাহেব হুযুর রহ.।

জন্ম :

১৯১৬ খ্রি. বিয়ানীবাজার উপজেলার মাটিজুরা টুকা (বর্তমান নাম ইসলামনগর) গ্রামের মধ্যবিত্ত এক মুসলিম পরিবারে হযরতের জন্ম হয়। পিতার নাম জনাব আব্বাস আলী রহ.। মাতার নাম মুহতারামা জহুরা বিবি রহ.। মাত্র ছয়মাস বয়সে তিনি মাতৃহারা হন। অত:পর তিনি সৎ মায়ের তত্ত্বাবধানে প্রতিপালিত হন। চার ভাই ও এক বোনের মধ্যে তিনি ছিলেন বড়।

বাল্যকাল ও শিক্ষা জীবন :

মাওলানা আকবর আলীর শিক্ষাজীবন নিজ গ্রামের মসজিদের ইমাম সাহেবের কাছে শুরু হয়। ছয় বছর বয়সে তিনি মাথিউরা মাদরাসায় ভর্তি হন এবং কয়েক বছর এই মাদ্রসায় লেখাপড়া করেন। প্রখর মেধার অধিকারী ইমাম সাহেব হুযুর রহ. শৈশবকালে আসামভিত্তিক বৃত্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে ১ম স্থান লাভ করে তার অসাধারণ মেধার জানান দিয়েছিলেন। অত:পর ১৯৩২ খ্রি. তিনি সিলেট সরকারি আলিয়া মাদরাসায় ভর্তি হয়ে একাধারে সাত বছর কৃতিত্বের সাথে লেখা-পড়া করে ফাযিল পাশ করেন। পরবর্তীতে সরকারি আলীয়া মাদরাসার তাঁর খাস উস্তায আল্লামা সহুল উসমানী রহ.'র সার্বিক সহযোগিতা ও পরামর্শে উপমহাদেশের শ্রেষ্ঠ দ্বীনি প্রতিষ্ঠান দারুল উলূম দেওবন্দের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন এবং ১৯৩৯ খ্রি. দারুল উলূম দেওবন্দে ভর্তি হন। তিনি দারুল উলূম দেওবন্দে একবছর তাফসির বিভাগে ও একবছর হাদিস বিভাগে অত্যন্ত পরিশ্রম ও সুনামের সাথে অধ্যয়নের পর দেশে ফিরে আসেন।

হিফযুল কুরআন ও কেরাত অধ্যয়ন :

ইলমে ওহীর শিক্ষার্থীকে আল্লাহপাক সর্বদা সাহায্য করেন। আল্লাহ প্রদত্ত সাহায্য যেন সর্বদা ইমাম সাহেব হুযুর রহ.'র সাথে ছিল। এ জন্য কুরআন মাজিদের হাফিয হওয়ার জন্য তাকে আলাদা কোনো সময় ব্যয় করতে হয়নি; বরং ছাত্রাবস্থায় লেখাপড়ার পাশাপাশি প্রতিদিন কুরআনের কিছু কিছু অংশ মুখস্ত করে হাফিয মু'তাসিম বিল্লাহকে শুনাতেন। এভাবে এক পর্যায়ে তিনি কুরআনের হাফিয হয়ে যান। ইমাম সাহেব হুযুর রহ. নামায ও তিলাওয়াতে কুরআনের পাবন্দী করতেন। তিনি প্রায় ৪৫ বছর শাহজালাল মাজার সংলগ্ন দরগাহ মসজিদে একাধারে খতমে তারাবিহে একাই কুরআন শুনিয়েছেন।

কর্মজীবন :

ইমাম সাহেব হুযুর রহ.'র কর্মজীবন শুরু হয় বিয়ানীবাজার উপজেলার আছিরখাল মাদরাসায় শিক্ষকতার মাধ্যমে। ১৯৪৭ খ্রি. পাকিস্তান বিভক্তির ৬ মাস পূর্বে সিলেট শহরের নয়াসড়কে

মুসলিম লীগ ও কংগ্রেসের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিলে দরগাহ মসজিদের ইমাম পরিবর্তনের উদ্যোগ নেয়া হয়। এই সময় হুজুরের উস্তাদ আল্লামা সহুল উসমানী রহ.'র প্রস্তাবে আরিফবিল্লাহ মাওলানা আকবর আলী রহ.'র উপর দরগাহ মসজিদের ইমামতির দায়িত্ব অর্পন করা হয়। ১৯৪৭ খ্রি. হতে ইন্তেকালের পূর্ব পর্যন্ত সুদীর্ঘ ৫৮ বছর অত্যন্ত সুনাম, দক্ষতা ও সম্মানের সাথে দরগাহ মসজিদের খতিব ও ইমামতির দায়িত্ব পালন করেন। ইমামতির পাশাপাশি তিনি কুরআন শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করেন। জামাতের পর তিনি মুসল্লিদের উদ্দেশ্যে কুরআনের দরস দিতেন। এ দরসে অংশগ্রহণের মাধ্যমে মুসল্লিদের স্তরে দ্বীন শেখার ব্যাপক আগ্রহ সৃষ্টি হয়। মহল্লার ছোট-বড় অনেকে ইলমে দ্বীন শিক্ষার জন্য মসজিদে এসে ভিড় জমান। ইতিমধ্যে মুফতিয়ে আযম মুহাম্মদ শফী রহ. এক সংক্ষিপ্ত সফরে সিলেটে আসলে মাওলানা হাফিজ আকবর আলী রহ.কে দরগাহ সংলগ্ন একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠার পরামর্শ দিয়ে বলেন-মাদরাসা প্রতিষ্ঠার কাজ শুরু করে দাও, এখানে বড় বরকত পরিলক্ষিত হচ্ছে। স্বীয় চিন্তাধারা ও প্রাণপ্রিয় উস্তাদের পরামর্শ ও দোয়ায় সমৃদ্ধ হয়ে ইমাম সাহেব হুজুর ৭ নভেম্বর ১৯৬১ খ্রি. সনে হযরত শাহজালাল রহ.'র মসজিদ ও মাজারের দক্ষিণ পার্শ্বে একটি দ্বীনি মাদরাসা প্রাতিষ্ঠানিকভাবে শুরু করেন। পরবর্তীতে এই মাদরাসাই ঐতিহ্যবাহী জামেয়া ক্বাসিমুল উলূম দরগাহ হযরত শাহজালাল রহ. সিলেট। ইন্তেকালের পূর্ব পর্যন্ত তিনি জামেয়ার মুহতামিমের দায়িত্ব সুচারুরূপে পালন করেন।

ইন্তেকাল :

আল্লাহর এ নেক বান্দা অসংখ্য মানুষের শ্রদ্ধার পাত্র হাজার হাজার আলেমের প্রিয় উস্তাদ ৮ নভেম্বর ২০০৫ খ্রি. মঙ্গলবার রাত ১১.৫৫ মিনিটের সময় ঢাকাস্থ পিজি হাসপাতালে বর্তমান বঙ্গবন্ধু মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে মহান আল্লাহপাকের অহ্বানে সাড়া দেন।

জামেয়া কাসিমুল উলূম দরগাহ হযরত শাহজালাল রহ.
এর সাবেক মুহতামিম ও উস্তাদ

মাওলানা আব্দুল হান্নান মাটিজুরী রহ.

মাওলানা আতাউল হক জালালাবাদী

সকল প্রাণীই মরণশীল। মৃত্যু কোনো অপরিচিত বিষয় নয়। দুনিয়াতে জন্ম গ্রহণ করা হয় মৃত্যুকে আলিঙ্গন করার জন্যই। তবে কিছু কিছু মানুষ মৃত্যুর পরও স্মরণ যোগ্য। হযরত মাওলানা আব্দুল হান্নান রহ. হলেন সে ধারারই অন্যতম একজন ব্যক্তিত্ব। বহুমুখী প্রতিভা ও অসাধারণ কৃতিত্বের অধিকারী হযরত মাওলানা আব্দুল হান্নান রহ. ছিলেন একজন প্রকৃত জ্ঞান-সাধক। জীবনের প্রতিটি অমূল্য সময়ের সদ্ব্যবহার করে জামেয়া ক্বাসিমুল উলূম দরগাহ হযরত শাহজালাল রহ. এর উন্নতিকল্পে যে স্মৃতি রেখে গেছেন জামেয়া কাসিমুল উলূম পরিবার আজীবন তাঁর কাছে ঋণী।

জন্ম :
১৯৫৪ খ্রি. ২২ অক্টোবর বিয়ানীবাজার উপজেলার মাটিজুরার ইসলামনগর গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। চার ভাই বোনের মধ্যে তিনি সবার ছোট। রুচিশীল পরিবারিক আবহে তিনি লালিত-পালিত হন।

শিক্ষা জীবন :
তার লেখা-পড়ার হাতেখড়ি বাবা মায়েরকাছে। শৈশবেই তাঁর মেধার পরিচয় ফুটে উঠে। স্থানীয় দাসউরা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত লেখা-পড়া করার পর দরগাহ মসজিদের ইমাম আরিফ বিল্লাহ হাফিজ আকবর আলী রহ.-এর সুনজরে আসেন। ইমাম সাহেব রহ. তাঁর মা-বাবাকে অনুরোধ করেন কিশোর আব্দুল হান্নানকে দরগাহ মাদরাসায় পাঠিয়ে দিতে। জনক-জননী আদরের ছেলেকে চোখের আড়াল করতে চাইলেন না। তারা ইমাম সাহেবের প্রস্তাব রাখলেন না। কিন্তু সম্ভাবনাময় কিশোর আব্দুল হান্নান মনে মনে স্বপ্ন লালন করতেন। সিলেট গিয়ে দরগাহ মাদরাসায় পড়াশোনা করার; কুরআন-হাদিস চর্চা করে অনেক দূর এগিয়ে যাবার। আব্বু-আম্মুকে রাজি করে তিনি ইমাম সাব হুজুরের তত্ত্বাবধানে তালিমুল কুরআন মাদরাসায় এসে ভর্তি হন। এখানে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ জামাত এক বছরেই সমাপ্ত করেন। তাঁর আম্মু উর্দু ভাষায় দক্ষ ছিলেন। মায়ের কাছেই তিনি উর্দু ভাষার তালিম নেন। ১৯৭৬ খ্রি. তিনি দরগাহ

মাদরাসা থেকে কৃতিত্বের সাথে মাদরাসা শিক্ষার সর্বোচ্চ স্তর দাওরায়ে হাদিস পাস করেন। দরগাহ মাদরাসা আযাদ দ্বীনি এদারায়ে তালিম বাংলাদেশ-এর অন্তর্ভুক্তির পর তিনিই প্রথম বৃত্তি লাভ করেন। তাঁর কৃতিত্বে ইমাম সাব হুজুর রহ. তাকে ৮০ টাকা পুরস্কার দেন। তখনকার সময়ে ৮০ টাকার মূল্য ছিল অনেক। বুদ্ধিমান আব্দুল হান্নান এই টাকাগুলো অনর্থক ব্যয় করেননি। এই টাকা তাঁর বড় ভাইয়ের বিয়ের কাপড়-চোপড় কেনায় ব্যয় করেন। সম্ভবত মাওলানা আব্দুল হান্নান রহ. সেই শিক্ষক, যিনি দরগাহ মাদরাসার প্রথম জামাত থেকে সর্বোচ্চ-স্তর তাকমিল ফিল হাদিস (দাওরায়ে হাদিস) পর্যন্ত ধারাবাহিক পড়ার গৌরব অর্জন করেন। এ কারণেই তাঁর অনুভবে, অনুধ্যানে, সাধনায় ও চেতনায় জামেয়ার অগাধ ও জামেয়ার প্রতি ভালোবাসার ছিল।

কর্মজীবন :

১৯৯৫ খ্রি. থেকে ২০০৫ খ্রি. পর্যন্ত তিনি দরগাহ মাদরাসার নায়েবে মুহতামিমের পদে আসীন ছিলেন। মাদরাসা পরিচালনায় এ সময়ে তিনি ইমাম সাহেব হুজুর রহ. কে ব্যাপক সহযোগিতা করেছেন। তাঁর কর্মদক্ষতা, বিজ্ঞজনোচিত ব্যবস্থাপনা ইমাম সাহেবসহ কমিটির সকলকে আকৃষ্ট করে। তাই ইমাম সাব হুজুর-এর ইন্তেকালের পর ২০০৫ খ্রি. থেকে তিনি দরগাহ মাদরাসার মুহতামিম মনোনীত হন। মৃত্যু পর্যন্ত তিনি এ পদে আসীন ছিলেন। জামেয়া কাসিমুল উলূম দরগাহ হযরত শাহজালাল রহ.-এর দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি তিনি নিজ গ্রামের জামেয়া দরগাহ'র আরেকটি শাখা জামেয়া আশরাফিয়া ইসলাম নগর মাটিজুরার মুহতামিমের দায়িত্ব পালন করেন। দরগাহ মাদরাসার উন্নয়নের ক্ষেত্রে মাওলানা আব্দুল হান্নান একটি নাম, একটি ইতিহাস। তাঁর সুদক্ষ পরিচালনায় জামেয়ার একাডেমিক ও কাঠামোগত বিস্ময়কর উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। দুরুস সুন্নাহ ছাত্রাবাসের নতুন মেহমানখানা, পূর্বপ্রান্তের তিন তলা বিশিষ্ট ভবন, হিফজখানার পুরাতন ভবন ভেঙ্গে পাঁচ তলা বিশিষ্ট ভবনের ভিত্তি স্থাপন ও আধুনিকায়ন তাঁর আমলেই সম্পন্ন হয়।

মাওলানা আব্দুল হান্নান যেমন ছিলেন প্রখর মেধাবী, তেমনি ছিলেন নম্র ও ভদ্র। সহজ সরল জীবন যাপন করতেন। হাসি মুখে থাকতেন সব সময়। তাঁর কথা বার্তায় কোন রাখ-ঢাক ছিল না। তিনি ছিলেন স্পষ্টভাষী। দীর্ঘদেহী স্বাস্থবান শরীর ছিল তাঁর। উঁচু কিশতি টুপি পরতেন মাথায়। ধবধবে সাদা পোশাক পরতেন। ডাগর ডাগর চোখ ছিল। মায়াবী মুখ ছিল। ঠোঁট লাল করে পান খেতেন। চশমা কপালে রেখে সুরেলা কণ্ঠে হাদিস পড়াতেন। তিনি ইমাম সাহেবের নীতি ও আদর্শকে আকঁড়ে থাকেন আজীবন।

আধ্যাত্মিক জীবন :

আধ্যাত্মিক জগতে তাঁর রাহবার ছিলেন আরিফ বিল্লাহ হাফিজ মাওলানা আকবর আলী রহ.। স্বীয় মুর্শিদ এর কাছ থেকে ১৪১৪ হিজরীতে লিখিতভাবে খেলাফত লাভ করেন।

মৃত্যু :

২০০৯ খ্রি. দ্বীনের এ মহান সাধক হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর মৃত্যুতে সিলেট শহরে শোকের ছায়া নেমে আসে।

জামেয়া কাসিমুল উলূম দরগাহ হযরত শাহজালাল রহ.
এর সাবেক মুহতামিম ও প্রধান মুফতি

মুফতি আবুল কালাম যাকারিয়া রহ.

হাফিজ মাওলানা রায়হান যাকারিয়া

প্রত্যক জাতি, গোত্র, সমাজ ও দেশে যুগে যুগে বহু ক্ষণজন্মা মহা পুরুষের আবির্ভাব ঘটে। যারা প্রকৃতিগতভাবেই আবির্ভূত হন সমাজ ও জাতীয় জীবনের অভিভাবক ও দিকনির্দেশক হিসেবে। জাতীয় চিন্তা চেতনা বিকাশের কর্ণধার, ঐক্য ও ভারসাম্যের প্রতীক, জাতীয় সংহতি ও এর ভিত্তিতে সুদৃঢ় করার চিন্তানায়ক হিসেবে। আপন পরিশ্রম, শক্তি, চিন্তার আলোকে অর্জিত শাশ্বত সত্যের উপলব্ধি থেকে সুন্দর সুশীল সমাজ গঠনে নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যে ক'জন মুসলিম মনীষী নিজস্ব ভাষায় পাণ্ডিত্ব অর্জন করার সাথে সাথে আরবি ভাষায় সাহিত্য ও কুরআন-হাদিস পাণ্ডিত্য অর্জন করে ইসলামি শিক্ষায় অধিক অবদান রেখে গেছেন, মুফতি আবুল কালাম জাকারিয়া রহ. এসব ক্ষণজন্মা মহা পুরুষদের অন্যতম।

জন্ম :

সমকালীণ শ্রেষ্ঠ ইসলামি চিন্তাবিদ, বিরল প্রতিভা ও ব্যক্তির অধিকারী, মুফতি আবুল কালাম জাকারিয়া রহ. ১৯৫৬ খ্রি. ১৫ মার্চ সুনামগঞ্জ জেলার বিশ্বম্ভরপুর উপজেলার বাগুয়া গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। সুনামগঞ্জ বাংলাদেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সিলেট বিভাগের একটি প্রশাসনিক অঞ্চল। উত্তরে ভারতের মেঘালয়, পূর্বে সিলেট জেলা, দক্ষিণে হবিগঞ্জ জেলা, পশ্চিমে নেত্রকোণা জেলা ও কিশোরগঞ্জ জেলা। পৌরাণিক যুগে প্রাচীন কামরূপ বা প্রাগজ্যোতিষপুর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল সুনামগঞ্জ।

শিক্ষা জীবন :

মুফতি আবুল কালাম রহ. তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হয় নিজ জন্মস্থান সাতগাঁও, বাগুয়া বিশ্বম্বপুর গ্রামে। প্রাথমিক পড়াশোনা এখানেই সমাপ্ত করে জামেয়া ইসলামিয়া আরাবিয়া রামনগরে মুতাওয়াসসিতা ২য় বর্ষ হতে সানাবিয়া ১ম বর্ষ পর্যন্ত অধ্যয়ন করেন। পরবর্তীতে জামেয়া ক্বাসিমুল উলূম দরগাহ হযরত শাহ জালাল রহ.-এ ভর্তি হয়ে ১৩৯৮ হিজরি মুতাবিক ১৯৭৮ খ্রি. অত্যন্ত কৃতিত্বের সাথে তাকমিল ফিল হাদিস সম্পন্ন করেন।

কর্মজীবন :

মুফতি আবুল কালাম রহ. ছাত্র জীবনেই জামেয়া দরগাহর প্রতিষ্ঠাতা মুহতামিম আরিফ বিল্লাহ মাওলানা আকবর আলী রহ. (ইমাম সাব হুজুর) এর নজর কাড়েন। তিনি তাঁকে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাজীবন সমাপ্ত করার পর ১১ শাওয়াল ১৩৯৮ হিজরী সনে দরগাহ মাদরাসায় শিক্ষক হিসাবে নিয়োগ প্রদান করেন। মুফতি আবুল কালাম সাবও জাতির সার্বিক অধঃপতন লক্ষ্য করে প্রথমেই ইসলামি শিক্ষার আলো বিস্তারকেই সর্বাধিক প্রাধান্য দেন। তাছাড়া তিনি বিশ্বাস করতেন, স্বাধীনতা আন্দোলনই হোক বা অপর কোনো আন্দোলন; মুসলিম সমাজকে ইসলামি জ্ঞানের আলোকে আলোকিত করতে না পারলে সমাজ সংস্কার ও জাতীয় কল্যাণমূলক কোনো কর্মসূচিকে সফল করে তোলা সম্ভব নয়। তাই তিনি সর্বপ্রথম সমাজে দীনি শিক্ষার ব্যাপক প্রচার ও প্রসার দানের কর্মসূচির অংশ হিসেবে শিক্ষকতা পদকে বেছে নিয়ে নিজেকে এই পেশায় আত্মনিয়োগ করতে তাঁর উস্তাদ ইমামসাব হুজুর রহ. এর নির্দেশনা পেয়ে নিজেকে শিক্ষকতায় নিয়োজিত করেন। জামেয়া কাসিমুল উলূম দরগাহে হযরত শাহজালাল রহ. এর শিক্ষক পদে নিয়োগপ্রাপ্ত হয়ে পর্যায়ক্রমে জামেয়ার বিভিন্ন পদে তথা সাধারণ উস্তাদ, সিনিয়র উস্তাদ, প্রধান মুফতি, নায়েবে শায়খুল হাদিস ও সর্বশেষ মাদরাসার মুহতামিম এর দায়িত্ব আঞ্জাম দিয়েছেন।

বর্ণাঢ্যজীবনের অধিকারী মুফতি আবুল কালাম জাকারিয়া রহ. ছিলেন মাসআলা জানার উন্মুক্ত পাঠশালা। বিদগ্ধ ও প্রাজ্ঞ আলেম হিসেবে এ দেশের উলামায়ে কেরামের কাছে এক নামেই পরিচিত ছিলেন। ইসলামি ফিকহে (আইন শাস্ত্র) তুলনাহীন ব্যক্তিত্ব। তাঁর মেধার প্রখরতা ও স্মরণশক্তি এতোই বেশি ছিলো যে, মানুষ দৈনন্দিন সমস্যার ইসলামী সমাধান মুহূর্তেই তাঁর কাছ থেকে জানতে পারতো। যেন তিনি ছিলেন ইসলামি বিধান বলে দেয়ার একটি উন্মুক্ত কল সেন্টার। যেখান থেকে সহজে ইসলামি জিজ্ঞাসার সমাধান পাওয়া যেতো। মাদরাসার দারুল ইফতা তো আছেই। ক্লাসে লেকচার দেয়ার অবস্থায়ও দেখতাম হুজুরের মোবাইলে কল আসছে।

লোকজন মাসআলা জানতে চাইছেন। তিনি তাৎক্ষণিক রেফারেন্সসহ সমাধান দিতেন। মাসআলা জানার জন্য প্রতিদিন পরিচিত-অপরিচিত অনেক জায়গা থেকে অনেক ফোনকল আসতো। তিনি কলদাতার পরিচয় জানার চেষ্টাও করতেন না। এই দক্ষতা ও যোগ্যতার্জন রীতিমতো বিস্ময়কর। সহজ-কঠিন, আধুনিক-নিত্য উদ্ভূত বিষয় হোক আর উসুলি বা ফুরু'য়ি মাসআলা হোক সঠিক সমাধানের ঠিকানা ছিলেন মুফতী আবুল কালাম জাকারিয়া রহ.। তাঁর এ যোগ্যতা সৃষ্টির পেছনে অবদান ছিলো প্রচুর ফেকহি কিতাব পড়াশোনা ও গবেষণায় ডুবে থাকা।

ইসলামি শিক্ষাবিদ ও গবেষক এ আলেমে দ্বীন দেশের বিভিন্ন স্থানে ওয়াজ-নসীহত করতেন। গতানুগতিক ধারার বাহিরে তাত্ত্বিক ও দালিলিক আলোচনা সর্বমহলের শ্রোতাদের আকৃষ্ট করতো। দ্বীন প্রচারে তিনি ছুটে বেড়াতেন দেশের আনাচে-কানাচে। ইসলামের নামে ভ্রান্ত মতবাদের খন্ডন করে সত্য ও সঠিক বিষয়কে দালিলিকভাবে প্রতিষ্ঠা করাই ছিলো তাঁর বয়ানের বৈশিষ্ট্য। ইসলামের নামে ভ্রান্ত মতবাদ বিরোধী মাঠ পর্যায়ের আন্দোলনে তাঁর ডাকে সিলেটের সকলস্তরের আলেম-উলামা ও সাধারণ জনগণ ঐক্যবদ্ধ প্লাটফর্ম তৈরি করতেন। তিনি একজন দক্ষ সংগঠকও ছিলেন। যথাক্রমে উলামা পরিষদ বাংলাদেশ, খাদিমুল কুরআন পরিষদ ও মজলিসে দাওয়াতুল হক সিলেট এর সভাপতি ছিলেন।

পারিবারিক জীবন :

তিনি খলিফায়ে মাদানী প্রখ্যাত বুজুর্গ মাওলানা আব্দুল হক শায়খে গাজীনগরী রহ. এর মেয়েকে বিবাহ করেন। বৈবাহিক জীবনে ৩ ছেলে ও ৩ মেয়ের জনক ছিলেন। ৩ রজব ১৪৪০ হিজরী. মোতাবেক ১১ মার্চ ২০১৯ খ্রি. তিনি ইন্তেকাল করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিলো ৬৩ বছর। মৃত্যুর সময় 'আল্লাহু আকবার' ও 'কালেমা' পড়ে পড়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তিনি অসংখ্য ছাত্র, আত্মীয়-স্বজন, ভক্ত ও অনুরাগী রেখে গেছেন। আল্লাহ তাঁর কবরকে জান্নাতের টুকরা বানিয়ে দিন। আমীন।

আধ্যাত্মিক জীবন :

আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে তিনি শায়খ আবরারুল হক রহ. এর খলিফা, কাপাসিয়ার অধ্যক্ষ মিজানুর রহমান (দা. বা.) এবং যাত্রাবাড়ী মাদরাসার মুহতামিম মাওলানা মাহমুদুল হাসান (দা. বা.) এর খলিফা ছিলেন। এছাড়া খলিফায়ে মাদানী মাওলানা আব্দুল মুমিন শায়খে ইমামবাড়ির সাথেও আধ্যাত্মিকতার সম্পর্ক ছিলো।

রচনা :

অধ্যাপনার পাশাপাশি মুফতি আবুল কালাম যাকারিয়া রহ. অনেক গ্রন্থ রচনা ও সম্পাদনা করেছেন। লেখালেখিতে ও তিনি ছিলেন একজন ক্ষুরধার লেখক। বিশেষণধর্মী ও গবেষণামূলক রচনাই ছিলো বেশি। আরবি, উর্দু ও বাংলা ভাষায় তাঁর লিখিত অনেকগুলো গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর রচিত গ্রন্থসমূহ :

বুখারি শরিফের বাংলা অনুবাদ, (২৮ নং পারা); ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রকাশিত,

হায়াতে ঈসা আ.,

সত্যের আলোর মুখোশ উন্মোচন,
আদাবুল মুতাআল্লিমীন,
প্রচলিত সাধারণ মোজার উপর মাসেহ বৈধ নয় কেন,
তাকরিরে কাসিমি শরহে তাফসিরে বায়জাবি,
মা-লা-বুদ্দা মিনহু (উর্দু),
কায়েদায়ে এদারা,
আদইয়ায়ে মাছুরা,
আধুনিক গণিত,
এদারা আদর্শ গণিত ১ম ভাগ,
এদারা আদর্শ গণিত ২য় ভাগ,
এদারা বাংলা সাহিত্য ১ম ভাগ
এদারা বাংলা সাহিত্য।

সম্পাদনা :
এদারা মক্তব পাঠ (৪র্থ খণ্ড),
মাসিক আদর্শ,
মাসিক আল কাসিম,
মুখতাছার তা'লিমুল ইসলাম ১ম, ২য় ও ৩য় খণ্ড,
আদ্দুরূসুল আরাবিয়া,
উর্দু আদব
আল ইরশাদ।

অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি :
বাহজাতুল আদব শরহে নাফহাতুল আরব,
তাওজিহুল বায়ান ফি মাসআলাতি কিয়ামি রামাজান,
শরহে আকিদাতুত তাহাভি
বাইবেলের স্বরূপ ইত্যাদি।

জামেয়া কাসিমুল উলূম দরগাহ হযরত শাহজালাল রহ.
এর সাবেক মুহতামিম ও শায়খুল হাদিস

হযরত মাওলানা মুফতি মুহিব্বুল হক শায়খে গাছবাড়ী রহ.

হাফিজ মাওলানা এনামুল হক জুনেদ

উসতাযুল আসাতিযা, হাজার হাজার ছাত্র-শিষ্য ও ভক্তের হৃদয়ের মণিকোঠায় স্থান করে নেওয়া সকলের প্রিয় উস্তাদ মাওলানা মুফতি মুহিব্বুল হক গাছবাড়ী রহ. সিলেট তথা বাংলাদেশের জ্যোতির্ময় তারকারাজির এক উজ্জ্বল নক্ষত্র ছিলেন। যাকে মহান আল্লাহ ধর্মীয় জ্ঞানের পাশাপাশি দেশের উলামা মাশায়েখের মধ্যে বিচক্ষণতা, সুবিবেচনা ও বিচারিক রায় প্রদানের অসাধারণ ক্ষমতা দান করেছিলেন।

জন্ম ও বংশ পরিচয়:

শায়খুল হাদিস মাওলানা মুফতি মুহিব্বুল হক গাছবাড়ী রহ. ১৯৪৫ খ্রি. ৬ ডিসেম্বর মোতাবেক ৩০ জিলহজ্জ ১৩৬৪ হিজরী রোজ বৃহস্পতিবার কানাইঘাট উপজেলার ঝিঙ্গাবাড়ি ইউনিয়নের (গোয়ালজুর) ফখরোচটি গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা হযরত মাওলানা ইসহাক রহ. কানাইঘাট উপজেলার একজন বরেণ্য আলেম ছিলেন। তিনি সন্তানগণকে দ্বীনী শিক্ষায় শিক্ষিত করার ব্যাপারে ছিলেন অত্যন্ত সচেতন।

শিক্ষা জীবন:

আলেম পরিবারে জন্ম নেওয়ার বরকতে বাল্যকাল থেকেই ইলমে দ্বীন অর্জনের প্রতি তাঁর আগ্রহের কমতি ছিল না। উপরন্তু তাঁর মুখলিস পিতা সবসময়ই জাগতিক শিক্ষার উপর ধর্মীয় শিক্ষাকে প্রাধান্য দিতেন। গ্রামের বিদ্যালয়ে প্রাথমিক শিক্ষা অর্জনের পর ছাফেলা ১ম বর্ষ থেকে আলিয়া ৪র্থ বর্ষ পর্যন্ত মাযাহিরুল উলূম আকুনি মাদরাসায় পড়াশুনা করেন। অতঃপর ১৩৮৩ হিজরী ১৯৬৪ খ্রি. সিলেটের তদানীন্তন সেরা প্রতিষ্ঠান দারুল উলূম কানাইঘাটে ভর্তি হয়ে অভিজ্ঞ উস্তাদমণ্ডলির কাছে আলিয়া ৫ম ও ৬ষ্ঠ শ্রেণি সমাপ্ত করেন। এ দুই শিক্ষাবর্ষে মুখতাছারুল মা'আনী, সুল্লামুল উলূম, মুসলিম শরিফ, তাফসিরে মাদারিক প্রভৃতি কিতাব সুনামের সহিত অধ্যয়নের মধ্য দিয়ে তিনি আল্লামা মুশাহিদ বায়মপুরি রহ.-এর শিষ্যত্ব লাভ করেন। এরপর

১৩৮৫ হিজরী মোতাবেক ১৯৬৫ খ্রি. ছয় মাস তিনি ঢাকাউত্তর রানাপিং আরবিয়া হুসাইনিয়া মাদরাসায় পড়াশোনা করে বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ কওমী বিদ্যাপীঠ দারুল উলূম হাটহাজারী মাদরাসায় ভর্তি হন। সেখানে ৪ বছর অবধি উলূমে আরাবিয়্যা ও উলূমে নাকলিয়্যার বিভিন্ন শাস্ত্রে বুৎপত্তি অর্জন করেন এবং ১৩৮৮ হিজরী মোতাবেক ১৯৬৮ খ্রি. অত্যন্ত কৃতিত্বের সাথে দাওরায়ে হাদিস সমাপ্ত করেন।

উচ্চ শিক্ষা :

পরবর্তীতে তিনি বাংলার উম্মুল মাদারিস হাটহাজারীতে তাকমিল ফিল হাদিসে ভর্তি হন এবং জামেয়ার বার্ষিক পরীক্ষায় তিনি সম্মিলিত মেধাতালিকায় ১ম স্থান অধিকার করে সিলেটবাসীর মুখ উজ্জ্বল করেন। হাটহাজারী মাদরাসায় কিতাব প্রতি পূর্ণ নম্বর ৫০ এর মধ্যে তিনি চারটি কিতাবে (সহীহ মুসলিম : ৫১, সুনানে আবু দাউদ : ৫২, মুআত্তা মালিক : ৫১, জামে তিরমিযী : ৫০) পঞ্চাশ ও পঞ্চাশোর্ধ নম্বর পেয়ে অনন্য নজির স্থাপন করেন।

আসাতিযায়ে কেরামঃ

তাঁর আসাতিযায়ে কেরামের মধ্য থেকে অন্যতম কয়েকজনঃ দারুল উলূম কানাইঘাটেঃ আল্লামা মুশাহিদ বায়মপুরি, রহ., মাও. মুজাম্মিল বায়মপুরি রহ., মাও. শহরুল্লাহ চটি রহ., মাও. শফিকুল হক আকুনি রহ. এবং মাও. ফয়জুল বারি মহেশপুরি রহ. প্রমুখ।
রানাপিং মাদরাসায়ঃ মাও. রিয়াসত আলি চৌঘরি, রহ., মাও. তাহির আলী তইপুরি, রহ. প্রমুখ।
দারুল উলূম হাটহাজারীতেঃ মাও. আব্দুল কাইয়ূম, রহ., মাও. আব্দুল আজিজ রহ., মাও. আবুল হাসান, রহ., মাও. হামিদ রহ., মাও. মুহাম্মদ আলি রহ., শায়খুল ইসলাম শাহ আহমদ শফী রহ. প্রমুখ যুগশ্রেষ্ঠ ইলমে নববীর ধারক ও বাহকগণের নিকট থেকে ইলমে ওহি অর্জন করেন।

কর্মজীবনঃ

শিক্ষকতাঃ শিক্ষাজীবন সমাপ্ত করেই তিনি তাঁর জীবনের সোনালী অধ্যায় অর্থাৎ কর্মজীবনের সূচনা করেন। ১৩৮৮ হিজরী মোতাবেক ১৯৬৯ খ্রি. দারুল উলূম হুসাইনিয়া দরগাহপুর মাদরাসায় অধ্যাপনার মাধ্যমে তাঁর প্রাতিষ্ঠানিক খিদমাতের সূচনা হয়। সেখানে তিনি ৪ বছর যাবত দক্ষতা ও সুনামের সহিত হাদিস শাস্ত্রের বিভিন্ন কিতাবাদির অধ্যাপনা করেন।
জামেয়া ক্বাসিমুল উলূম-এ যোগদানঃ তিনি দক্ষতাপূর্ণ শিক্ষতার মাধ্যমে জামেয়া কাসিমুল উলূম দরগাহ-এর তৎকালীন নাজিমে তা'লীমাত (শিক্ষাসচিব) মুফতি রহমতুল্লাহ তালবাড়ী রহ.-এর নজর কাড়তে সক্ষম হন। মুফতি রহমতুল্লাহ তালবাড়ী রহ. তাঁকে জামেয়া দরগাহর প্রতিষ্ঠাতা মুহতামিম আরিফ বিল্লাহ মাওলানা হাফিজ আকবর আলি ইমাম সাহেব হুজুর রহ.-এর নিকটে নিয়ে যান। ইমাম সাহেব রহ. তাঁর সাথে আলাপচারিতায় সন্তুষ্ট হন এবং তাঁকে জামেয়া দরগার শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেন। তিনি জামেয়া দরগায় শিক্ষক হিসেবে যোগদানের সে ঐতিহসিক দিনটি ছিল ১৮/১০/১৩৯৩ হিজরী মোতাবেক ১৫/১১/১৯৭৩ ঈসায়ী। তখন থেকে ইন্তেকাল পর্যন্ত অর্থাৎ ১৭ মে ২০২৩খ্রি. অবধি (হিজরী বর্ষ হিসেবে) সুদীর্ঘ ৫২ (৫২ বছর ৮ দিন) যাবত একজন যোগ্য মুদাররিস, অনন্য মুহাদ্দিস, দক্ষ মুফতি, নির্ভরযোগ্য শায়খুল হাদিস ও বিচক্ষণ মুহতামিম হিসেবে অবিচ্ছিন্ন খেদমতের মাধ্যমে জামেয়া ক্বাসিমুল উলূম দরগাহকে উন্নতির শিখরে নিয়ে গেছেন। মহান আল্লাহ তার খেদমাত কবুল করুন।

শায়খুল হাদিস পদ :

শায়খুল হাদিস মুফতি মুহিব্বুল হক গাছবাড়ী রহ. ১৯৮৩ ঈসায়ী মোতাবেক ১৪০৩ হিজরী থেকে ২০২৩ ঈসায়ী মোতাবেক ১৪৪৪ পর্যন্ত দীর্ঘ ৪১ বছর জামেয়া দরগায় বুখারির দরস দিয়েছেন। তিনি প্রথমে বুখারী ২য় খন্ডের এবং পরবর্তীতে বুখারী ১ম খন্ডের দারস দিয়েছেন।

মুহতামিম পদঃ

অবশেষে হযরত মাওলানা আবুল কালাম যাকারিয়া রহ.-র ইন্তেকালের পরদিনই জামেয়া দরগার মজলিসে শূরা ও আমেলার সর্বসম্মতিক্রমে সিলেটের শীর্ষস্থানীয় ইসলামী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান জামেয়া কাসিমুল উলূম দরগাহর মুহতামিমের আসন অলংকৃত করেন। ১২ মার্চ ২০১৯ঈ. থেকে ১৭ মে ২০২৩ঈ. তার মৃত্যু দিবস পর্যন্ত এ মহান দায়িত্ব আঞ্জাম দিয়ে গেছেন। ফলে তিনি একাধারে জামেয়ার শাইখুল হাদিস, প্রধান মুফতি, সদরুল মুদার্‌রিসীন ও মুহতামিম পদে আসীন ছিলেন।

আযাদ দ্বীনী এদারায় তাঁর অবদানঃ

তিনি আযাদ দ্বীনী এদারার নাযিমে আমীর [এমারত বিভাগীয় প্রধান] থাকাকালীন প্রায় ৩০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে সোবহানিঘাটস্থ আযাদ দ্বীনী এদারার ছয় তলা বিশিষ্ট এদারাভবন নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করেন। তাঁর বিচক্ষণতা ও সুবিবেচনায় নানা চড়াই উৎরাই পেরিয়ে একঝাঁক বিজ্ঞ আলেমের পরামর্শ ও সহায়োগিতায় তদীয় মুর্শিদে কামিল, সদরে এদারা খলিফায়ে মাদানী, হাফিজ মাওলানা আব্দুল করিম শায়খে কৌরিয়া রহ.-র লালিত স্বপ্ন বাস্তবায়নে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি ২০১৯-২০২৩ পর্যন্ত সময়কালে বিচক্ষণতা ও যত্নের সাথে এদারার পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের দায়িত্ব পালন করেন। ফলে সাবেক পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক হযরত মাওলানা শিহাব উদ্দিন মুহাদ্দিস রেঙ্গা রহ.-র সময়কার এদারার পরীক্ষা সংক্রান্তআদল ও নেযামের আদর্শ পরিপূর্ণভাবে ধরে রাখতে পেরেছিলেন।

বিভিন্ন মজলিসে শুরা ও সাংগঠনিক নেতৃত্বে তাঁর সরব উপস্থিতিঃ

সিলেট জেলার অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মজলিসে শূরার সভাপতিত্বের আসন অলংকৃত করা ছাড়াও তিনি ছিলেন-

১. সিলেটের প্রাচীন শিক্ষাবোর্ড আযাদ দ্বীনী এদারার সিনিয়র সহ-সভাপতি ও পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক।
২. সরকার কর্তৃক অনুমোদিত কৌমি মাদরাসার কেন্দ্রীয় শিক্ষাবোর্ড আল হাইআতুল উলয়ার সহ-সভাপতি ও পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ কমিটির সদস্য।
৩. হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় নায়েবে আমীর ও সিলেট জেলা হেফাজতের আমীর।
৪. খাদিমুল কুরআন পরিষদ বাংলাদেশ এর সভাপতি।
৫. উলামা পরিষদ বাংলাদেশ এর সভাপতি।
৬. সিলেট জেলা ফতোয়া বোর্ডের চেয়ারম্যান।

এছাড়া আরো অনেক দ্বীনী ও সামাজিক সংগঠন, সংস্থার মূল নেতৃত্বে সমাসীন থেকে ইসলামের ধর্মীয় ও সামাজিক খেদমতে অসামান্য অবদান রেখে গেছেন।

সমাজ ও রাজনীতিঃ

মুফতি মুহিব্বুল হক গাছবাড়ী হুজুরের মেধাভান্ডারে মহান আল্লাহ তায়ালা বিচারিক কার্যক্রম সম্পাদনার অসামান্য দক্ষতা আমানত রেখেছিলেন। ফলে নিজ এলাকাসহ বিভিন্ন স্থানের সৃষ্ট

নানাবিধ সমস্যা সমাধানে তার ভূমিকা ছিল প্রশংসনীয়।
রাজনীতিতে তিনি সক্রিয় না থাকলেও আসলাফ আকাবিরের শতবর্ষী ঐতিহ্যবাহী রাজনৈতিক সংগঠন জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশের প্রতি সর্বদাই তার শক্তিশালী সমর্থন অব্যাহত ছিলো। তাছাড়াও আসলাফের মানহাজে পরিচালিত অন্যান্য ইসলামী রাজনৈতিক দলের নেতাকর্মীদের সাথেও তাঁর আন্তরিক সম্পর্ক ছিল। মুফতি আবুল কালাম যাকারিয়া রহ. ও তাঁর নেতৃত্বেই সিলেটের সব ইসলামী রাজনৈতিক দলকে এক মঞ্চে দেখা যেত।

আধ্যাত্মিকতা ও আত্মশুদ্ধি:

তাযকিয়া ও তাসাওউফের ক্ষেত্রে তিনি কুতুবুল আলম শায়খুল ইসলাম সায়্যিদ হোসাইন আহমদ মাদানী রাহ.র অন্যতম মাজায হযরত শায়খে কৌড়িয়া রহ.-র নিকট বাইআত গ্রহণ করেন। অল্প দিনের মুজাহাদার পর শায়খে কৌড়িয়া রহ. তাঁকে ইজাযত দান করেন।

বয়ান ও ওয়াজ-নসীহত:

বৃহত্তর সিলেটের ওয়াজ মাহফিলগুলোতে সভাপতির আসন অলংকৃত করা যেন তাঁর সাধারণ নিয়মে পরিণত হয়েছিল। তাঁর বয়ানগুলোও ছিল তথ্যপূর্ণ ও লৌকিকতামুক্ত। তিনি দীর্ঘদিন যাবত সিলেটের দরগাহ মসজিদে খতীবের দায়িত্ব পালন করেন। সিলেটের মাদরাসাগুলোর ইফতেতাহী দরসগুলোতেও তিনি হতেন প্রধান আকর্ষণ এবং খতমে বুখারী তথা সমাপনী দরস ও সমাপনী দোয়াও যেন তাঁর জন্যই নির্ধারিত থাকতো।

প্রাতিষ্ঠানিক দায়িত্ব:

তিনি জামেয়া দরগাহ ও আশরাফুল উলুম মাটিজুরা মাদরাসা ছাড়াও আরো অনেক মাদরাসার মুহতামিম ছিলেন। এছাড়াও তিনি বেশকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে অবিচ্ছিন্নভাবে জড়িত ছিলেন। শাহপরান উপশহর আবাসিক এলাকাস্থ জামে মসজিদের প্রতিষ্ঠাতা মুতাওয়াল্লির দায়িত্বও পালন করে গেছেন আজীবন।
মোটকথা তিনি তদীয় কর্মগুণে সিলেট বিভাগের আলেমদের অবিসংবাদিত অঘোষিত আলেম সম্রাট ছিলেন। তাঁর বর্ণাঢ্য জীবন ছিলো কীর্তিময় ও অনুপ্রেরণাদায়ক। মহান আল্লাহ তাঁর সকল দ্বীনি খেদমাত কবুল করুন।

ইন্তেকাল ও দাফন:

১৭ মে ২০২৩ খ্রি. বুধবার সন্ধ্যায় হাজার হাজার ছাত্র শিষ্য ও ভক্তদের এতিম করে নিজ মাওলার সান্নিধ্যে চলে গেলেন। মৃত্যুকালীন তাঁর বয়স ছিল প্রায় ৭৮ বছর। ১৮ মে ২০২৩ খ্রি. বৃহস্পতিবার ২.৩০ মিনিটে সিলেট শহরের শাহী ঈদগায় লাখ লাখ মানুষের উপস্থিতিতে তাঁর ঐতিহাসিক জানায়া অনুষ্ঠিত হয়। জানাযার ইমামতি করেন তাঁর সুযোগ্য বড় সাহেবজাদা দরগাহ মাদরাসার মুহাদ্দিস মাওলানা এনামুল হক জুনেদ।
ইন্তেকালের সময় তিনি তাঁর স্ত্রী, তিন ছেলে ও চার মেয়েসহ অগণিত শিষ্য ও ভক্ত রেখে যান। অবশেষে দরগাহ মাজার ও মসজিদ সংলগ্ন কবরস্থানে তাঁকে সমাহিত করা হয়। আল্লাহ তাআলা হুজুরকে জান্নাতের উঁচু মাকাম দান করুন এবং আমাদেরকে তার আদর্শের উপর পরিচালিত হওয়ার তাওফিক দান করুন।

বর্তমান আসাতিযায়ে কেরাম

ক্র.	নাম	পদবি
০১	মাওলানা মাশুকুদ্দিন (বড়বাড়ি হুজুর)	মুহতামিম
০২	হাফিজ মাওলানা আছাদ উদ্দিন (রানাপিংগি হুজুর)	নায়েবে মুহতামিম
০৩	মাওলানা সালেহ আহমদ বিন আব্দুস সামাদ (জকিগঞ্জি হুজুর)	শায়খুল হাদিস
০৪	মাওলানা আব্দুন নূর (সদরঘাটি হুজুর)	মুহাদ্দিস
০৫	মাওলানা আতাউল হক (জালালাবাদি হুজুর)	মুহাদ্দিস ও শিক্ষা সচিব
০৬	মাওলানা আবুল খায়ের (বিথঙ্গলি হুজুর)	শায়খে সানি ও প্রধান মুফতি
০৭	মাওলানা আতাউর রহমান (পাকিস্তানি হুজুর)	মুহাদ্দিস
০৮	মাওলানা হিলাল উদ্দিন (হায়দরী হুজুর)	মুহাদ্দিস
০৯	হাফিজ মাওলানা জুনাইদ আহমদ (কিয়ামপুরী হুজুর)	মুহাদ্দিস
১০	হাফিজ মাওলানা এনামুল হক জুনেদ (দেওবন্দি হুজুর)	মুহাদ্দিস
১১	মাওলানা ইমাম উদ্দিন (গোয়াইনঘাটি হুজুর)	মুহাদ্দিস ও ছাত্রাবাস তত্ত্বাবধায়ক
১২	মাওলানা মুস্তাকিম বিল্লাহ শিকদার (হবিগঞ্জি হুজুর)	মুহাদ্দিস
১৩	মাওলানা আব্দুল হালিম (ছাতকি হুজুর)	মুহাদ্দিস
১৪	মাওলানা এনামুল হক (সুবিদবাজারি হুজুর)	মুহাদ্দিস
১৫	হাফিজ মাওলানা আসজদ আহমদ (ইমাম সাহেব হুজুর)	শিক্ষক
১৬	মাওলানা জামিলুল হক (দৌলতপুরি হুজুর)	শিক্ষক

১৭	হাফিজ মাওলানা আব্দুল্লাহ ইমরান (হাদারপারি হুজুর)	শিক্ষক
১৮	হাফিজ মাওলানা রায়হান যাকারিয়া (দরগাহপুরি হুজুর)	শিক্ষক
১৯	হাফিজ মাওলানা আহসান উল্লাহ (চাতলি হুজুর)	শিক্ষক
২০	হাফিজ মাওলানা হুজায়ফা হোসাইন চৌধুরী (ইমাম সাহেব হুজুর)	শিক্ষক
২১	মাওলানা কারী ফরিদ উদ্দিন (লামাবাজারি হুজুর)	শিক্ষক
২২	মাওলানা মাহমুদুল হাসান (দামান্দ হুজুর)	শিক্ষক
২৩	মাওলানা ইয়াহইয়া জাকির (নবিগঞ্জি হুজুর)	শিক্ষক
২৪	মাওলানা রশিদ আহমদ (জকিগঞ্জি হুজুর)	শিক্ষক
২৫	মাওলানা ইবরাহিম চৌধুরী (ফুলবাড়ি হুজুর)	শিক্ষক
২৬	মাওলানা হাসান মক্কি (গুয়াবাড়ি হুজুর)	শিক্ষক
২৭	মাস্টার কামরুজ্জামান (আখালিয়া)	শিক্ষক
২৮	মাস্টার আব্দুলাহ আল মামুন	শিক্ষক
২৯	মাওলানা ইউসুফ আহমদ জিয়া (রাজারগল্লি হুজুর)	শিক্ষক
৩০	হাফিজ ফয়জুন নূর (নুরানী হুজুর)	শিক্ষক
৩১	হাফিজ জাকির আহমদ (ঝিগলী হুজুর)	শিক্ষক
৩২	হাফিজ মাওলানা আমিনুল ইসলাম	হিফজ শাখা দরগাহ
৩৩	হাফিজ মাওলানা নুরুল হাসান	হিফজ শাখা দরগাহ
৩৪	হাফিজ সালেহ আহমদ শিক্ষক	হিফজ শাখা দরগাহ
৩৫	হাফিজ মাওলানা মুস্তাকিম আহমদ	হিফজ শাখা দরগাহ
৩৬	হাফিজ মাওলানা হারুন রশিদ শিক্ষক	হিফজ শাখা ধুপাগুল
৩৭	হাফিজ মাওলানা রহীমুদ্দীন	হিফজ শাখা ধুপাগুল
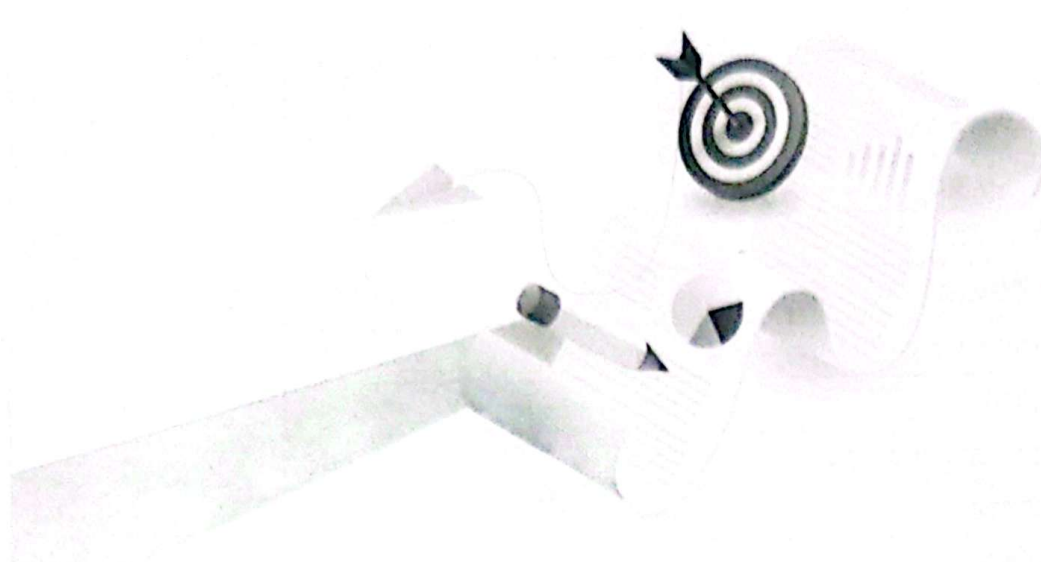
সাবেক আসাতিযায়ে কেরাম

ক্র	নাম
০১	মুফতি আব্দুল হান্নান রহ.
০২	মাওলানা আব্দুল হান্নান রহ.
০৩	মুফতি রহমতুল্লাহ রহ.
০৪	মাওলানা মুহিব্বুল হক রহ.
০৫	মাওলানা উবায়দুল হক রহ.
০৬	মুফতি আবুল কালাম জাকারিয়া রহ.
০৭	মাওলানা আসাদ উদ্দিন রহ.
০৮	মাওলানা খলিলুর রহমান রহ.
০৯	মাওলানা আব্দুদ দাইয়ান রহ.
১০	ক্বারি গোলামুর রহমান রহ.
১১	মাওলানা শফিকুর রহমান রহ.
১২	মাওলানা শফিকুল হক বুলবুল রহ.
১৩	মাওলানা শফিকুর রহমান রাহ
১৪	মাওলানা কমর উদ্দিন রহ.
১৫	মাওলানা শফিকুল ইসলাম
১৬	মাওলানা ইসহাক আহমদ রহ.
১৭	মাওলানা আব্দুশ শহিদ রহ.
১৮	মাওলানা কুতুব উদ্দিন রাহ
১৯	মাওলানা হাফিজ শিব্বির আহমদ দা. বা.
২০	মাওলানা আব্দুল হাকিম রহ.
২১	মাওলানা হোসাইন আহমদ রহ.
২২	মাওলানা শেখ তজম্মুল আলী রহ.
২৩	মাওলানা ইমদাদুল হক রহ.
২৪	মাওলানা সাঈদ উদ্দিন রহ.
২৫	মাওলানা আবু ইউসুফ রহ.
২৬	মাওলানা আব্দুর রহিম কাসিমি রহ.
২৭	মাওলানা নজির আহমদ রহ.
২৮	মাওলানা ফজলুর রহমান দা. বা.
২৯	মাওলানা নজির হোসাইন দা. বা.

৩০	মাওলানা আব্দুল্লাহ দা. বা.
৩১	ক্বারী এখলাসুর রহমান দা. বা.
৩২	মাওলানা আব্দুল হামিদ রহ.
৩৩	মাওলানা আব্দুল বারী আনসারি দা. বা.
৩৪	মাওলানা আব্দুল বাসিত রহ.
৩৫	ক্বারি ইউসুফ দা. বা.
৩৬	মাওলানা সিরাজ উদ্দিন রহ.
৩৭	মাওলানা তজম্মুল আলী দা. বা.
৩৮	মাওলানা আব্দুর রব
৩৯	মাওলানা আব্দুল মুস্তাকিম দা. বা.
৪০	মাওলানা আব্দুস সালাম দা. বা.
৪১	মাওলানা আজিজুল বারী রহ.
৪২	মাওলানা মাহবুবুর রহমান তালুকদার দা.বা.
৪৩	মাওলানা ইব্রাহিম দা. বা.
৪৪	মাওলানা আব্দুশ শহিদ দা. বা.
৪৫	মাওলানা আব্দুন নূর দা. বা.
৪৬	মাওলানা আব্দুল আউয়াল দা. বা.
৪৭	মাওলানা বশিরুর রহমান রহ.
৪৮	মাওলানা আব্দুস সোবহান দা. বা.
৪৯	মাওলানা আব্দুল জলিল চৌধুরী রহ.
৫০	মাওলানা আব্দুস সামাদ রহ.
৫১	মাওলানা আব্দুল ফাত্তাহ রহ.
৫২	মাওলানা সুলাইমান দা. বা.
৫৩	মাওলানা ক্বারী ফারুক আহমদ দা. বা.
৫৪	মাওলানা দানিয়াল মাহমুদ দা. বা.
৫৫	হাফিজ মুজাহিদ দা. বা.
৫৬	মাওলানা ওলীউল আহাদ মাগফুর দা.বা.
৫৭	হাফিজ সাদিকুর রহমান
৫৮	হাফিজ সিরাজুল ইসলাম
৫৯	হাফিজ ফরিদ আহমদ
৬০	হাফিজ মুহিব্বুর রহমান দা. বা,
৬১	হাফিজ আব্দুল হাই দা. বা.
৬২	হাফিজ আহমদ আলী রহ.
৬৩	হাফিজ আবু হানিফ দা. বা.

৬৪	হাফিজ খলিলুর রহমান রহ.
৬৫	হাফিজ আব্দুল গাফ্‌ফার দা. বা.
৬৬	হাফিজ জামাল উদ্দিন রহ.
৬৭	হাফিজ আলা উদ্দিন
৬৮	হাফিজ সিরাজুল ইসলাম
৬৯	হাফিজ লুকমান আহমদ
৭০	হাফিজ আব্দুল খালিক
৭১	হাফিজ আবু মুয়াজ আব্দুস সালাম
৭২	হাফিজ নূরুল ইসলাম
৭৩	হাফিজ মামুনূর রশিদ
৭৪	হাফিজ উসমান
৭৫	হাফিজ আব্দুর রহমান
৭৬	হাফিজ মাওলানা আব্দুল মালিক
৭৭	হাফিজ মাওলানা শিব্বির আহমদ রহ.
৭৮	হাফিজ মাওলানা হারুন রশিদ
৭৯	মাস্টার নূরুল ইসলাম
৮০	মাস্টার সৈয়দ শফিকুল হক
৮১	মাস্টার তবারক উল্লাহ
৮২	মাস্টার মুজাহিদ রহ.
৮৩	মাস্টার আমজাদ আলী রহ.
৮৪	মাস্টার বদরুদ্দোজা
৮৫	মাস্টার আব্দুশ শহিদ
৮৬	মাস্টার শামছুদ্দিন
৮৭	মাস্টার মানিক মিয়া
৮৮	মাস্টার অব্দুল হাসিব
৮৯	মাস্টার কুতুব উদ্দিন
৯০	মাস্টার আব্দুল খালিক
৯১	মাস্টার এহতেশামুল হক
৯২	মাস্টার মকবুল হুসাইন
৯৩	মাস্টার আবু সুফিয়ান

আল কাসিম ফুযালা পরিষদের প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও কর্মসূচি

জামেয়া থেকে ইলমে ওহী আহরণ শেষে বিভিন্ন পর্যায়ে দ্বীনি খিদমাতে নিয়োজিত ঐ সমস্ত উজ্জ্বল নক্ষত্ররাজির প্রচেষ্টাসমূহ তথা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের পথ ও মতের প্রচার ও প্রসার, সর্বপ্রকার বাতিল মতবাদের প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের প্রচেষ্টা আরো সুদৃঢ় ও মজবুতকরণ, তাদের পরস্পরিক ভ্রাতৃত্ব স্থায়ীকরণ এবং আর্তমানবতার সেবা প্রদান এর নিমিত্ত মানবতার মুক্তির দূত সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী মুহাম্মদ সা. কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত 'হিলফুল-ফুযূল'-এর অনুকরণে ১৯৭৮ খ্রি. গঠন করা হয় একটি সংগঠন। প্রাথমিক পর্যায়ে এর নাম দেয়া হয় 'আঞ্জুমানে আবনায়ে কাদীম' এবং উক্ত সংগঠনের সুষ্ঠু পরিচালনা ও নিয়মতান্ত্রিক কার্যক্রম শুরু করার নিমিত্ত একটি সংবিধান প্রণয়নের দায়িত্ব সাব কমিটিকে প্রদান করা হয়। উক্ত সাব কমিটি কর্তৃক প্রণীত সংবিধান অনুযায়ী ১৯৮৫ খ্রি. থেকে এর নিয়মিত কার্যক্রম শুরু করা হয়। ১৯৮৭ খ্রি. 'আঞ্জুমানে আবনায়ে কাদীম'-এর নাম পরিবর্তন করে 'ফুযালা পরিষদ' নামকরণ করা হয়। এ নামেই চলতে থাকে অত্র সংগঠনের কার্যক্রম। অতঃপর জামেয়ার নামের সাথে সামঞ্জস্য রক্ষার্থে ১০ জানুয়ারী ২০০১ খ্রি. অনুষ্ঠিত শুরা কমিটির অধিবেশনে "আল কাসিম ফুযালা পরিষদ" নামকরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং ২২ ফেব্রুয়ারী ২০০১ খ্রি. অনুষ্ঠিত সাধারণ কমিটির অধিবেশনে তা অনুমোদিত হয়। উক্ত সংগঠনের প্রথম পৃষ্ঠপোষক ছিলেন জামেয়ার প্রতিষ্ঠাতা মুহতামিম আরিফ বিল্লাহ হযরত মাওলানা হাফিজ আকবর আলী রহ., প্রথম সভাপতি ছিলেন জামেয়ার সাবেক মুহতামিম হযরত মাওলানা আব্দুল হান্নান রহ. এবং প্রথম সাধারণ সম্পাদক ছিলেন ফকিহে মিল্লাত হযরত মাওলানা মুফতি আবুল কালাম যাকারিয়া রহ.।

বিভিন্ন প্রতিকুলতার কারণে আল-কাসিম ফুযালা পরিষদের কার্যক্রম বেশ কয়েক বছর বন্ধ থাকার পর জামেয়ার সদ্য সাবেক মুহতামিম ও শায়খুল হাদীস হযরত মাওলানা মুহিব্বুল হক গাছবাড়ী রহ. পরিষদের কার্যক্রম নতুনভাবে চালু করার লক্ষ্যে বিগত ২৭ নভেম্বর ২০২২ খ্রি. সিলেট শহর ও শহরতলীতে অবস্থানরত ফাযিলদের নিয়ে এক মতবিনিময় সভা আহ্বান

করেন। উক্ত মতবিনিময় সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিগত ০২ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ খ্রি. জামেয়ার ফাযিলদের এক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় জামেয়ার মুহতামিম হযরত মাওলানা মুহিব্বুল হক সাহেবকে পৃষ্ঠপোষক, জামেয়ার নায়েবে মুহতামিম হযরত মাওলানা হাফিজ আছাদ উদ্দিন সাহেবকে সভাপতি ও জামেয়ার প্রধান মুফতি হযরত মাওলানা আবুল খায়ের বিথঙ্গলী সাহেবকে সাধারণ সম্পাদক করে 'আল কাসিম ফুযালা পরিষদ'র ৪৫ সদস্য বিশিষ্ট কার্যনির্বাহী কমিটি গঠন করা হয়। অতঃপর বিগত ১১ ফেব্রুয়ারী ২০২৩ খ্রি. অনুষ্ঠিত পরিষদের উপদেষ্টা ও কার্যনির্বাহী কমিটির যৌথ অধিবেশন কর্তৃক সাবেক সংবিধান সংশোধন ও সংযোজনের জন্য একটি সাব কমিটি গঠন করা হয়। ঐ কমিটি কর্তৃক সংশোধিত ও সংযোজিত সংবিধান ১৬ আগস্ট ২০২৩ খ্রি. অনুষ্ঠিত পরিষদের উপদেষ্টা ও কার্যনির্বাহী কমিটির যৌথ অধিবেশনে পাঠ করে শুনানো হয়। সদস্যগণ অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে সংবিধানের প্রতিটি মূলধারা এবং উপধারা শ্রবণ করতঃ সর্বমোট ২২ টি মূল ধারা ও মূলধারায় সন্নিবেশিত উপধারাসমূহের উপর আলোচনা-পর্যালোচনা করেন এবং এ অধিবেশনেই সংবিধানটি সর্ব সম্মতিক্রমে "আল কাসিম ফুযালা পরিষদের দলীল হিসাবে
অনুমোদিত হয়। এ সংবিধান অনুমোদনের তারিখ থেকেই কার্যকর বলে ঘোষিত হয়।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ

(ক) উলূমে ইসলামিয়ার প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রে বাস্তবমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

(খ) আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের পথ ও মতের প্রচার ও প্রসার এবং সর্বপ্রকার বাতিল মতবাদের প্রতিবাদ ও প্রতিরোধে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা।

(গ) নামূসে আসলাফের হেফাজত করা।

(ঘ) ফুযালাদের পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ব বজায় ও স্থায়ী রাখা।

(ঙ) জামেয়ার সার্বিক কল্যাণ ও উন্নতির জন্য সচেষ্ট থাকা।

(চ) আর্থিক স্বচ্ছলতা অর্জন ও আর্ত মানবতার সেবাপ্রদান।

কর্মপন্থাঃ

(ক) প্রকাশনাঃ

(১) সময়োপযোগী ধর্মীয় পুস্তক-পুস্তিকা রচনা ও প্রকাশ করা।

(২) সময়-সময় বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রয়োজনীয় প্রচারপত্র, বুলেটিন ও সাময়িকী ইত্যাদি প্রকাশ ও প্রচার করা।

(৩) পরিষদের মুখপত্র হিসেবে বাংলা/আরাবী ভাষায়-বার্ষিক/ত্রৈমাসিক/মাসিক/পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশ করা।

(খ) গবেষণাঃ

(১) ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ের উপর রিচার্স ও গবেষণা প্রকাশ করার নিমিত্ত "ইসলামী গবেষণা পরিষদ" গঠন করা।

(২) গবেষণা পরিচালনার সুবিধার্থে একটি পাঠাগার প্রতিষ্ঠা করা।

(গ) তা'লীম-তারবিয়ত:

(১) পরিষদের উদ্যোগে শিক্ষাদানে দক্ষ করে তোলার নিমিত্ত শিক্ষক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

(২) লেখাপড়ার প্রতি আগ্রহী ও উৎসাহী করে তোলার উদ্দেশ্যে তালাবাদের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে প্রতিযোগিতা ও বৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

(৩) সর্বপ্রকার বাতিল মতবাদ প্রতিরোধে বলিষ্ঠ অবদান রাখতে জামেয়ার ফুযালাবৃন্দকে প্রস্তুত করার উদ্দেশ্যে সময়-সময় 'তারবিয়াতী কোর্সের' ব্যবস্থা করা।

(৪) জামেয়ার আদর্শ ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জামেয়ার কারিকুলাম মোতাবেক জামেয়ার শাখা হিসাবে স্থানে-স্থানে প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্র গড়ে তোলা।

(ঘ) সভা সেমিনার:

(১) জামেয়ার সুনাম সুখ্যাতি বৃদ্ধির লক্ষ্যে জামেয়া সংক্রান্ত বিষয়ে সভা ও সিম্পোজিয়ামের ব্যবস্থা করা।

(২) যুগ চাহিদা অনুযায়ী বিভিন্ন বিষয়ের উপর আলোচনা সভা, সেমিনার ও সম্মেলনের ব্যবস্থা করা।

(ঙ) ইমদাদ:

(১) গরীব ও মেধাবী তালাবাদের আর্থিক সহায়তা করা।

(২) দুস্থ মানবতার কল্যাণে যথাসাধ্য চেষ্টা করা।

(৩) অভাবগ্রস্থ ফুযালাদের অভাব লাঘবে সহযোগিতা প্রদান করা।

(৪) উল্লিখিত কর্মসূচি বাস্তবায়নের নিমিত্ত ইমদাদী ফান্ড/সেবা তহবিল গঠন করা।

(চ) বাণিজ্যিক কার্যক্রম:

(১) আর্থিক স্বচ্ছলতা অর্জন ও আর্ত মানবতার সেবার লক্ষ্যে বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা।

(২) বাণিজ্যিক বিষয়াদির নিয়ম কানুন সংক্রান্ত পৃথক নীতিমালা থাকবে।

আল কাসিম ফুযালা পরিষদ
সিলেট জেলা

ক্র.	নাম	পদবী	মোবাইল
০১	হাফিজ মাওলানা আফতাব উদ্দিন	সভাপতি	০১৭১৫-০২০৮১২
০২	মাওলানা এনামুল হক	সিনিয়র সহ সভাপতি	০১৭১২-১৭৩৬৭১
০৩	মাওলানা আব্দুল মুসাব্বীর	সহ সভাপতি	০১৭১৫-০৯২৫০৩
০৪	হাফিজ মাওলানা খলিলুর রহমান	সহ সভাপতি	০১৯৩০-৩১০৯৩৪
০৫	মাওলানা মো: সাইফুল্লাহ	সাধারণ সম্পাদক	০১৭১৬-৫৬৭০০৯
০৬	মাওলানা জিল্লুর রহমান	যুগ্ম সম্পাদক	০১৭১৬-৯০৫২৯৪
০৭	মাওলানা মো: আব্দুল গফ্ফার	সহ সাধারণ সম্পাদক	০১৭১৫-২০৭৫৫৫
০৮	মাওলানা মাহমুদুল হাসান	সহ সাধারণ সম্পাদক	০১৭১২-৩০৭১৫২
০৯	মাওলানা মুসাদ্দিক আহমদ	সাংগঠনিক সম্পাদক	০১৭১২-২৬৮৪৫৮
১০	মাওলানা ফরহাদ আহমদ	সহ সাংগঠনিক সম্পাদক	০১৭৩৩-৯৬৩৮৩০
১১	মাওলানা আব্দুর রশিদ	প্রচার সম্পাদক	০১৭১১-০৫৯৭৬২
১২	মাওলানা আলী আহমদ	সহ প্রচার সম্পাদক	০১৭১৭-৫০৯৪৬৭
১৩	মাওলানা ছাদিকুর রহমান	দাওয়াহ বিষয়ক সম্পাদক	০১৭৮৮-৫২৭০৭০
১৪	মাওলানা ফারুক আহমদ	সাহিত্য সম্পাদক	০১৭১৫-৩৩৬৩৫৭
১৫	মাওলানা ছালেহ আহমদ রাজু	সহ সাহিত্য সম্পাদক	০১৭১২-২৩৪৮৯২
১৬	হাফিজ মাওলানা আব্দুল্লাহ	অফিস সম্পাদক	০১৭১২-১৮৬০১১
১৭	মাওলানা হাবিবুর রহমান	সহ অফিস সম্পাদক	০১৭৬২-৪০৪৮৩৮
১৮	মাওলানা ফখরুল ইসলাম	সমাজসেবা সম্পাদক	০১৭১৫-২৭৪৪৪৬
১৯	মাওলানা কয়েছ আহমদ নুমান	সহ সমাজসেবা সম্পাদক	০১৭১০-৯৪৩৭০০
২০	মাওলানা ফখরুল ইসলাম	অর্থ সম্পাদক	০১৭১২-৩১৯২৩৫
২১	মাওলানা হিব্বান আহমদ	সহ অর্থ সম্পাদক	০১৭৩২-৭৫৫৩৯১
২২	মাওলানা গিয়াস উদ্দিন	সদস্য	০১৭২৭-১৫৮৪৩০
২৩	মাওলানা সুলাইমান	সদস্য	০১৭৩৯-০২৪৭৬০
২৪	মাওলানা খাইরুল আমীন	সদস্য	০১৭১৭-৯৩০৪৯৫
২৫	মাওলানা মুজাম্মিল আলী	সদস্য	০১৭৪৭-৩১৯০৭২
২৬	মাওলানা আসাদুল হক মামনুন	সদস্য	০১৭১৫-৩৫৬০৫৩
২৭	মাওলানা ফখরুল ইসলাম	সদস্য	০১৭১৬-৮৭১৪৮৬
২৮	মাওলানা ফুযায়েল আহমদ	সদস্য	
২৯	মাওলানা রফিকুল ইসলাম	সদস্য	০১৭১৫-৮৬১৭৬১
৩০	হাফিজ মাওলানা লিয়াকত হোসেন	সদস্য	০১৭১২-৭৪৬৯৩৩
৩১	হাফিজ মাওলানা ওলীউর রহমান	সদস্য	০১৭৪১-১০৭৬৪৯

আল কাসিম ফুযালা পরিষদ
সুনামগঞ্জ জেলা

ক্র	নাম	পদবী	মোবাইল
০১	হাফিজ মাওলানা ড. সৈয়দ রেজওয়ান আহমদ	সভাপতি	০১৭১২-০৩৫৫৯২
০২	মাওলানা মো: ইলিয়াছ আহমদ	সিনিয়র সহ-সভাপতি	০১৭১৫-৬২৩২৬৩
০৩	মাওলানা মো: মোজাম্মিল হোসাইন	সহ সভাপতি	০১৭১৯-২৩১৯৮৪
০৪	মাওলানা মো: তৈয়বুর রহমান চৌধুরী	সাধারণ সম্পাদক	০১৭১৬-১২২০৩১
০৫	মাওলানা মো: রফিক আহমদ উলাশনগরী	যুগ্ম সম্পাদক	০১৭১০-১৮৫৫৬৩
০৬	মাওলানা মো: আব্দুল হামিদ	সহ সাধারণ সম্পাদক	০১৭১৬-৩৯৪৪১৬
০৭	মাওলানা মো: রিয়াজ উদ্দিন রাউলী	সাংগঠনিক সম্পাদক	০১৭১২-৩২৮০৮৮
০৮	মাওলানা মো: মনিরুল ইসলাম পাগলা	সহ সাংগঠনিক সম্পাদক	০১৭৪৫-৩৯২৭৪১
০৯	মাওলানা মো: তৈয়বুর রহমান বাণিপুরী	অর্থ সম্পাদক	০১৭১০-৯৮৪৭৮০
১০	মাওলানা মো: লোকমান আহমদ	সহ অর্থ সম্পাদক	০১৭১০-১৩০৪৩৫
১১	মাওলানা মো: আরশাদ নোমান ইচ্ছারছরী	প্রচার সম্পাদক	০১৭১৯-১৯০৪৭০
১২	মাওলানা মো: জসীম উদ্দিন	সহ প্রচার সম্পাদক	০১৭২৯-৪৭২২৩০
১৩	মুফতি মো: শামছুল ইসলাম	সমাজসেবা সম্পাদক	০১৭১৯-৯১৪০৬৬
১৪	মুফতি মো: মুনাযির আহমদ	সহ সমাজসেবা সম্পাদক	০১৭১৮-২৫১৬৯৬
১৫	মাওলানা মো: আমির হোসাইন	অফিস সম্পাদক	০১৭১৯-৭৪৩৩৮৪
১৬	মাওলানা মো: হাব্বান আহমদ	সহ অফিস সম্পাদক	০১৭১৫-৯২২৭৮৮
১৭	মাওলানা হাবীবুল্লাহ আসকির	দাওয়াহ বিষয়ক সম্পদক	০১৭৪১-১৬৭৮৫৬
১৮	মাওলানা মো: রোকন উদ্দিন	সাহিত্য সম্পাদক	০১৭১৮-৭৪২১৭৯
১৯	মাওলানা মাহবুব সালমান	সহ সাহিত্য সম্পাদক	০১৭৪২-৪৯৬৬৬০
২০	মাওলানা মো: আব্দুশ শহীদ	সদস্য	০১৭১৬-৫৬৩১০৫
২১	মাওলানা মো: মুহিবুর রহমান	সদস্য	০১৭১৯-৫৭৫৬২২
২২	মাওলানা মো: আব্দুল মোক্তাদির	সদস্য	০১৮১৬-০৫৫৭৭২
২৩	মাওলানা মো: ওয়ারিছ উদ্দিন	সদস্য	০১৮১৯-৬৫৪৭৯০
২৪	মাওলানা মো: বাহাউদ্দিন	সদস্য	০১৭১৫-০৬০৭৩০
২৫	মাওলানা মো: আব্দুল হাই	সদস্য	০১৭৪৭-৮১০৬৫৫
২৬	মাওলানা এখলাছুর রহমান	সদস্য	০১৭১৫-৫১৯০৩৭
২৭	মাওলানা মো: সালেহ আহমদ	সদস্য	০১৯১৪-০৪০১১৬
২৮	মাওলানা ফখরুল ইসলাম	সদস্য	০১৭২৮-৪৫৭২৪৪
২৯	মাওলানা মাহমুদুল হাসান মজুমদার	সদস্য	০১৭৬৬-০৫৯৪৮১
৩০	মাওলানা একরামুল হক	সদস্য	০১৭৫৯-৪৫৮০৬৮
৩১	মুফতি আমিনুল হক	সদস্য	০১৭১৮-৫৩৬৫৬১
৩২	মাওলানা নাহিদ আহমদ	সদস্য	০১৭১৭-৯২৫৭৯১
৩৩	মাওলানা আবুল হাসান আজমল	সদস্য	০১৭৪৩-২৬২১৬৪
৩৪	মাওলানা শহীদুল ইসলাম পলাশী	সদস্য	০১৭১৭-৯২৫৭৯১
৩৫	মাওলানা মুস্তাক আহমদ	সদস্য	০১৭৩২-৬১৭৯৩৫

আল কাসিম ফুযালা পরিষদ
হবিগঞ্জ জেলা

ক্র.	নাম	পদবী	মোবাইল
০১	মাওলানা আব্দুস সালাম	সভাপতি	০১৭১২-৭৪৫০৩০
০২	মাওলানা ইব্রাহীম	সিনিয়র সহ-সভাপতি	০১৭১৬-৭০৪৮২৪
০৩	হাফিজ মাওলানা আবুল কালাম	সহ সভাপতি	
০৪	মাওলানা রাশেদ আহমদ	সহ সভাপতি	০১৭২৯৪৪৫১৭৯
০৫	হাফিজ মাওলানা মুফতি নূরুল আমীন	সাধারণ সম্পাদক	০১৭১৯৮৯৪৬৫১
০৬	মাওলানা মুফতি হাবীবুল্লাহ খান	যুগ্ম সম্পাদক	০১৭২৩৩২৬৭৩৮
০৭	মাওলানা মুফতি তাফাজ্জুল হক	সহ সাধারণ সম্পাদক	০১৭১৪-৮৬৬২৩২
০৮	মাওলানা রায়হান উদ্দিন	সহ সাধারণ সম্পাদক	০১৭২২-৩৮১৮৫০
০৯	হাফিজ মাওলানা মুজাহিদ আহমদ	সাংগঠনিক সম্পাদক	০১৭২৩-৩২৬৭৩৬
১০	মাওলানা হুসাইন আহমদ তাহা	সহ সাংগঠনিক সম্পাদক	
১১	মাওলানা মুখলিছুর রহমান	অর্থ সম্পাদক	
১২	মাওলানা জাহিদুল হক	সহ অর্থ সম্পাদক	
১৩	মাওলানা গোলাম মস্তোফা	প্রচার সম্পাদক	০১৭১২-৪৫১০৫৯
১৪	মাওলানা নুমান আহমদ	সহ প্রচার সম্পাদক	০১৭৩১-৯৭৭৫৮৮
১৫	মুফতি মাওলানা আমিনুল হক	সমাজসেবা সম্পাদক	
১৬	মাওলানা রুহান আহমদ	সহ সমাজসেবা সম্পাদক	
১৭	মাওলানা হাফিজুর রহমান	অফিস সম্পাদক	০১৭২৪-৮৮৩৪১৭
১৮	মাওলানা সাজিদুর রহমান	সহ অফিস সম্পাদক	
১৯	মাওলানা আশরাফ আলী	দাওয়াহ বিষয়ক সম্পদক	
২০	মুফতি মাওলানা সাদিকুর রহমান সাদী	সাহিত্য সম্পাদক	
২১	মাওলানা মাহফুজ আলী	সহ সাহিত্য সম্পাদক	
২২	মাওলানা সাইফুল ইসলাম	সদস্য	
২৩	মাওলানা হাবীবুর রহমান	সদস্য	
২৪	মাওলানা মুহিব্বুল্লাহ	সদস্য	
২৫	মাওলানা মুজাহিদ চৌধুরী	সদস্য	
২৬	মাওলানা নাজমুল ইসলাম	সদস্য	০১৭৭২-৮০৩১০৪
২৭	মাওলানা মুজাহিদুল ইসলাম	সদস্য	

আল কাসিম ফুযালা পরিষদ
মৌলভীবাজার জেলা

ক্র.	নাম	পদবী	মোবাইল
০১	মাওলানা মোহাম্মদ মুছলেহ উদ্দিন আমিরপুরী	সভাপতি	০১৭১৭-০২১৪৭৬
০২	মাওলানা শফিকুল ইসলাম	সিনিয়র সহ সভাপতি	০১৭১৬-৮৫৮৪৩৮
০৩	হাফিজ মাওলানা হিফজুর রহমান	সহ সভাপতি	০১৭১৫-৭১৮৭১৩
০৪	মাওলানা আব্দুল হাই	সহ সভাপতি	০১৭১৭-১৮৯৫৭৮
০৫	মাওলানা মোহাম্মদ আব্দুল মুনঈম	সাধারণ সম্পাদক	০১৭৪৫-৬৯৬৯১৯
০৬	হাফিজ মাওলানা মুফতি রাশিদ আহমদ	যুগ্ম সম্পাদক	০১৭২৯-৫৭৩৭৭৮
০৭	মাওলানা আজিজুর রহমান আজাদ	সহ সাধারণ সম্পাদক	০১৭৩২-৮৬০১৮৭
০৮	মাওলানা এনামুল হক নোমান	সাংগঠনিক সম্পাদক	০১৭১৬-৪৬৯২৩৫
০৯	মাওলানা জামিল আহমদ কাঞ্চনপুরী	সহ সাধারণ সম্পাদক	০১৭২৩-৮৬৫৯৪২
১০	মাওলানা জামিল মাসরুর	অর্থ সম্পাদক	০১৭৮৭-৩৫৯৪৯৩
১১	মাওলানা বদরুল ইসলাম রুমান	সহ অর্থ সম্পাদক	০১৭১৫-৮৩১৫৮০
১২	মাওলানা আব্দুস সালাম	প্রচার সম্পাদক	০১৭১২-৩৭৪১৮০
১৩	মাওলানা আনাস আহমদ	সহ প্রচার সম্পাদক	০১৭৮০-৯২৭২৯৪
১৪	মাওলানা কাওসার আহমদ	সমাজসেবা সম্পাদক	০১৭২৭-১৯২৭২৭
১৫৪	মাওলানা আশিকুর রহমান	সহ সমাজসেবা সম্পাদক	০১৭২৩-৩২৭৬০৭
১৬	মাওলানা আখতারুজ্জামান	অফিস সম্পাদক	০১৭৫৪-৮৮৬৩৩০
১৭	মাওলানা সুফিয়ান সাদি	দাওয়াহ বিষয়ক সম্পদক	০১৭৫০-২৪১৬৮৯২
১৮	মাওলানা আব্দুর রহমান সুহেল	সাহিত্য সম্পাদক	০১৭১২-১৬১০৯৪
১৯	মাওলানা জাবের আহমদ	সহ সাহিত্য সম্পাদক	০১৭৫৩-৮২৩০১০
২০	মাওলানা আজিজুর রহমান	সদস্য	০১৭১২-৪৯৬৬৮৬
২১	মাওলানা সালমান আহমদ	সদস্য	০১৭৩৫-৫৭১৫১২
২২	মাওলানা আব্দুল্লাহ রুম্মান	সদস্য	০১৭২৩-৮৭৩২৭৪
২৩	মাওলানা জাকির হোসেন	সদস্য	০১৭৪৫-৯০৬৯০৯
২৪	মাওলানা সুলতান মাহমুদ সিয়াম	সদস্য	০১৭৩৬-৯০৮৮৬৯

আল কাসিম ফুযালা পরিষদ

ইউকে কমিটি

উপদেষ্টা পরিষদ

ক্র.	নাম	পদবী
০১	মাওলানা আব্দুল গাফফার সাহেব	পৃষ্ঠপোষক
০২	শায়খুল হাদিস হাফিজ মাওলানা মাহমুদ হোসাইন সাহেব	উপদেষ্টা
০৩	মাওলানা ফজলুর রহমান সাহেব	উপদেষ্টা
০৪	মুফতি আব্দুল মালিক সাহেব	উপদেষ্টা
০৫	মাওলানা শায়খ আব্দুর রব সাহেব	উপদেষ্টা
০৬	প্রিন্সিপাল মাওলানা রেজাউল হক সাহেব	উপদেষ্টা
০৭	মুফতি আব্দুল মুনতাকিম সাহেব	উপদেষ্টা
০৮	হাফিজ মাওলানা আব্দুল আউয়াল সাহেব	উপদেষ্টা
০৯	মাওলানা কমর উদ্দিন সাহেব	উপদেষ্টা
১০	মাওলানা শাহ জাহান চৌধুরী সাহেব	উপদেষ্টা
১১	মাওলানা রিয়াজুল ইসলাম সাহেব	উপদেষ্টা
১২	হাফিজ আব্দুল ওয়াদুদ সাহেব	উপদেষ্টা
১৩	মাওলানা শায়খ আখতার আহমদ সাহেব	উপদেষ্টা
১৪	হাফিজ আব্দুল জলিল সাহেব	উপদেষ্টা

কার্যনির্বাহী পরিষদ

ক্র.	নাম	পদবী
০১	মাওলানা হেলাল উদ্দিন	সভাপতি
০২	হাফিজ মাওলানা মোবারক আলী	সিনিয়র সহ-সভাপতি
০৩	মাওলানা গোলাম কিবরিয়া	সহ-সভাপতি
০৪	হাফিজ মাওলানা নাজির উদ্দিন জয়েন্ট	সহ-সভাপতি
০৫	মুফতি বুরহান উদ্দিন	সাধারণ সম্পাদক
০৬	মুফতি ছালেহ আহমদ	সেক্রেটারি
০৭	ক্বারী মাওলানা শামছুল হক ছাতকী	সহকারী সেক্রেটারি
০৮	হাফিজ মোস্তাক আহমদ	ক্যাশিয়ার
০৯	মুফতি লুৎফুর রহমান বিন্নুরী	সহকারী ক্যাশিয়ার
১০	হাফিজ মাওলানা লুৎফুর রহমান	সাংগঠনিক সম্পাদক
১১	মাওলানা আশরাফুল মৌলা	সহ সাংগঠনিক সম্পাদক
১২	মুফতি জসীম উদ্দিন	ফতোয়াবিষয়ক সম্পাদক

১৩	মুফতি ফয়জুর রহমান	সহকারী ফতোয়াবিষয়ক সম্পাদক
১৪	হাফিজ মাওলানা আবদুল্লাহ ফাহিম	সাহিত্য সম্পাদক
১৫	মাওলানা আবু সুফিয়ান	সহকারী সাহিত্য সম্পাদক
১৬	হাফিজ মাওলানা মাছুম আহমদ	প্রচার সম্পাদক
১৭	মাওলানা নাজমূল হক জাহেদ	সহকারী প্রচার সম্পাদক
১৮	মাওলানা আনোয়ার হোসাইন রাব্বানী	অফিস সম্পাদক
১৯	মুফতি জুবায়ের আহমদ	সহকারী অফিস সম্পাদক
২০	হাফিজ মাওলানা আহমদ জকি	সমাজসেবা সম্পাদক
২১	হাফিজ হোসাইন আহমদ	সহকারী সমাজসেবা সম্পাদক

সদস্যবৃন্দ

ক্র.	নাম	পদবী
০১	মাওলানা মাহমুদুল হোসাইন	সদস্য
০২	মাওলানা আছাদ হোসাইন	সদস্য
০৩	হাফিজ মাওলানা সৈয়দ তামিম আহমদ	সদস্য
০৪	হাফিজ নজমুল ইসলাম	সদস্য
০৫	হাফিজ সাইফুল ইসলাম	সদস্য
০৬	মাওলানা আছাদ আহমদ, রাজারগাঁও	সদস্য
০৭	মাওলানা রাহাত আহমদ চৌধুরী	সদস্য
০৮	মাওলানা আব্দুল ওয়াদুদ কামালী	সদস্য
০৯	হাফিজ মাওলানা শিহাব উদ্দিন	সদস্য
১০	হাফিজ মাওলানা আমিনুল মতিন মুজাহিদ	সদস্য
১১	মাওলানা মোস্তাফিজুর রহমান	সদস্য
১২	কারী মুহাম্মদ গোলাম রব	সদস্য
১৩	হাফিজ আব্দুল আহাদ	সদস্য

আল কাসিম ফুযালা পরিষদ

কেন্দ্রীয় কমিটি

ক্র.	নাম	পদবী	ঠিকানা	মোবাইল
০১	মাওলানা মাস্তুক উদ্দিন সাহেব, মুহতামিম	পৃষ্ঠপোষক	বড়বাড়ী, বিয়ানীবাজার	০১৭১৬-৬৮৭৬৯৫
০২	মাওলানা সালেহ আহমদ সাহেব	উপদেষ্টা	জকিগঞ্জ	০১৭১৬-৮৮৮০৮৭
০৩	মাওলানা আব্দুল হান্নান সাহেব	উপদেষ্টা	গনেশপুর, ছাতক	০১৭১৫-১৪৩০১৭
০৪	মাওলানা হাফিজ খলিলুর রহমান সাহেব	উপদেষ্টা	হাওয়াপাড়া, সিলেট	০১৭৬২-২২৬০৫৪
০৫	মাওলানা এখলাছুর রহমান সাহেব	উপদেষ্টা	সাচনা, জামালগঞ্জ	০১৭১৫-৫১৯০৩৭
০৬	মাওলানা আব্দুল মতিন সাহেব	উপদেষ্টা	নবীগঞ্জ	০১৭১৬-৮৭০২৩৪
০৭	মাওলানা আব্দুন নূর সাহেব,	উপদেষ্টা	সদরঘাট, নবীগঞ্জ	০১৭১৬-৮৩৩১৭৮
০৮	এডভোকেট মাওলানা শাহীনূর পাশা চৌধুরী	উপদেষ্টা	সিলেট	০১৭১৫-২৫০৫৭৫
০৯	মাওলানা মুহিব্বুর রহমান সাহেব	উপদেষ্টা	মুক্তিরচক, শাহপরান	০১৭১৬-৪৬৫১২৬
১০	মাওলানা আতাউল হক জালালাবাদী	উপদেষ্টা	জালালাবাদ, সিলেট	০১৭৩৬-৬০৭৮৩২
১১	মাওলানা এনামুল হক সাহেব	উপদেষ্টা	বহরগ্রাম, বিয়ানীবাজার	০১৭১২-১৭৩৬৭২
	কার্যনির্বাহী পরিষদ			
০১	হাফিজ মাওলানা আছাদ উদ্দিন সাহেব	সভাপতি	রানাপিঙ্গ, গোলাপগঞ্জ	০১৭১১-২৭৪০৯৯
০২	মাওলানা এনামুল হক সাহেব	সিনিয়র সহ সভাপতি	সুবিদবাজার, সিলেট	০১৯১৩-৩৯৯৮৮৪
০৩	মাওলানা সাইফুল্লাহ সাহেব	সহ সভাপতি	নয়াসড়ক, সিলেট	০১৭১৬-৫৬৭০০৯
০৪	ড. হাফিজ মাওলানা সৈয়দ রেজওয়ান আহমদ	সহ সভাপতি	সৈয়দপুর, জগন্নাথপুর	০১৭১২-০৩৫৫৯২
০৫	মাওলানা হারুনুর রশিদ সাহেব	সহ সভাপতি	সোবহানীঘাট	০১৭১৫-৭৭৬৯৯৫
০৬	মাওলানা আবুল খায়ের সাহেব	সাধারণ সম্পাদক	বিথঙ্গল, বানিয়াচং	০১৭১১-৭৩০৩৫১
০৭	হাফিজ মাওলানা এনামুল হক জুনেদ সাহেব	যুগ্ম সম্পাদক	গাছবাড়ী, কানাইঘাট	০১৭১৫-১৭১৭৯৯
০৮	মাওলানা জিল্লুর রহমান সাহেব	যুগ্ম সম্পাদক	হেমু, জৈন্তাপুর	০১৭১৬-৯০৫২৯৪
০৯	মাওলানা আবুল কাসিম সাহেব	সহ সাধারণ সম্পাদক	সুনামগঞ্জ	০১৭১৮-৩২৮২২৫
১০	মাওলানা শাহ আব্দুস সালাম সাহেব	সহ সাধারণ সম্পাদক	হবিগঞ্জ	০১৭১২-৭৪৫০৩০
১১	মাওলানা ইমাম উদ্দিন সাহেব	সহ সাধারণ সম্পাদক	গোয়াইনঘাট	০১৭৭১-২৮৪২৩৭
১২	হাফিজ মাওলানা জুনাইদ আহমদ সাহেব	সাংগঠনিক সম্পাদক	কিয়ামপুর,	০১৭২৪-৩৮১৬৬৬
১৩	মাওলানা আব্দুল মুছাব্বির সাহেব	সহ সাংগঠনিক সম্পাদক	জামঢর	০১৭১৫-০৯২৫০৩
১৪	মাওলানা মুহিব্বুল্লাহ সাহেব	সহ সাংগঠনিক সম্পাদক	সিলেট	০১৭১৪-৩৩৫৬৪১
১৫	মাওলানা আব্দুল আলীম সাহেব	সহ সাংগঠনিক সম্পাদক	লামাকাজী	০১৭২২-৩১৩১১২
১৬	মাওলানা ইয়াহইয়া আহমদ সাহেব	সহ সাংগঠনিক সম্পাদক	দয়ামীর	০১৬৪৩-২১৫৭৪০
১৭	মাওলানা জমিলুল হক সাহেব	প্রচার সম্পাদক	দিরাই	০১৭১৪-৬০৮৭৯২
১৮	মাওলানা মোবারক হোসাইন সাহেব	সহ প্রচার সম্পাদক	সাহবা আইডিয়াল মাদরাসা	০১৭১২-৩২৫৫৫৫
১৯	হাফিজ মাওলানা জাকারিয়া মাহমুদ সাহেব	সহ প্রচার সম্পাদক	বালুচর	০১৭৩৫-৮৭৮৮৭৮
২০	মাওলানা রশিদ আহমদ সাহেব	অর্থ সম্পাদক	জকিগঞ্জ	০১৭১৪-৩০৫১২১
২১	মাওলানা আব্দুল ওয়াহ্হাব সাহেব	সহ অর্থ সম্পাদক	টেকেরঘাট, সুনামগঞ্জ	০১৭১৮-৬৭১৬২৪
২২	মাওলানা রায়হান যাকারিয়া সাহেব	অফিস সম্পাদক	দরগাহপুর, শান্তিগঞ্জ	০১৭২৫-৭০৮২১২
২৩	মাওলানা হাফিজ রাশেদ আহমদ সাহেব	সহ অফিস সম্পাদক	কাজিটুলা	০১৭২৯-৫৭৩৭৭৮
২৪	মাওলানা হাফিজ জিয়াউর রহমান সাহেব	সহ অফিস সম্পাদক	আম্বরখানা	০১৭১৭-৯৫৩০৫৮

২৫	মাওলানা মুস্তাকিম বিল্লাহ শিকদার সাহেব	কৃষাল বিষয়ক সম্পাদক	নবীগঞ্জ	০১৭৭৭-০২০৭৪৮
২৬	মাওলানা হাফিজ ছালেহ আহমদ সাহেব	সহ কৃষাল বিষয়ক সম্পাদক	আম্বরখানা	০১৭১৮-৩৮৯৬৪৮
২৭	মাওলানা হিলাল উদ্দিন সাহেব	প্রবাসী বিষয়ক সম্পাদক	যুক্তরাজ্য	
২৮	মাওলানা ইব্রাহীম চৌধুরী সাহেব	সহ প্রবাসী বিষয়ক সম্পাদক	ফুলবাড়ী	০১৬৭৫-৯৩০৪৮৮
২৯	মাওলানা আব্দুল্লাহ সাহেব	সমাজসেবা সম্পাদক	লামাবাজার	০১৭১২-১৮৬০১১
৩০	মাওলানা হাফিজ লিয়াকত হোসাইন সাহেব	সহ সমাজসেবা সম্পাদক	হাউজিং এস্টেট	০১৭১২-৭৪৬৩৯৯
৩১	মাওলানা আব্দুর রহমান কফিল সাহেব	সহ সমাজসেবা সম্পাদক	রামনগর, সুনামগঞ্জ	০১৭১৪-৭০৪৪৯৩
৩২	মাওলানা আব্দুল হালীম সাহেব	দাওয়াহ বিষয়ক সম্পাদক	ছাতক	০১৭৮৪-২৫৩২৬৮
৩৩	মাওলানা রুকনুদ্দিন সাহেব	সহ দাওয়াহ বিষয়ক সম্পাদক	মারপিন নগর, সুনামগঞ্জ	০১৭১৮-৭৪২১৭৯
৩৪	মাওলানা নুরুজ্জামান সাঈদ সাহেব	সাহিত্য সম্পাদক	সাদারপাড়	০১৭২৫-৪৭৮৯৪৮
৩৫	মাওলানা জামীল মসরুর সাহেব	সহ সাহিত্য সম্পাদক	শামীমাবাদ	০১৭৩২-৮৬৩১৮৭
৩৬	মাওলানা আব্দুল মুক্তাদির সাহেব	সদস্য	সুনামগঞ্জ	০১৭৪৩-১৪৯১৬৫
৩৭	মাওলানা হিফজুর রহমান সাহেব	সদস্য	লন্ডনী রোড	০১৭১২-৯৩৭৪২৪
৩৮	মাওলানা ছালেহ আহমদ সালিক সাহেব	সদস্য	কালীগঞ্জ	০১৭১৫-৫০৪১৮৯
৩৯	মাওলানা শাহ নজমুল ইসলাম সাহেব	সদস্য	মীরের ময়দান	০১৭২৪-১১১৮৬৯
৪০	মাওলানা হাফিজ আফতাবুদ্দিন সাহেব	সদস্য	ঝর্নারপাড়	০১৭১৫-০২০৮১২
৪১	মাওলানা গিয়াস উদ্দিন সাহেব	সদস্য	দিরাই	০১৭১৬-৩২২৯৯৯
৪২	মাওলানা মুয়ীনুদ্দীন সাহেব	সদস্য	সিলেট	০১৭১৬-০৩২০৯৬
৪৩	মাওলানা আব্দুর রশিদ সাহেব	সদস্য	লাখাউরা	০১৭১১-০৫৯৭৬২
৪৪	মাওলানা হাফিজ আব্দুল গফ্ফার সাহেব	সদস্য	বাঘা	০১৭১৫-২০৭৫৫৫
৪৫	মাওলানা বাহা উদ্দিন সাহেব	সদস্য	জগন্নাথপুর	০১৭১৫-০৬০৭৩০
৪৬	মাওলানা ফখরুল ইসলাম সাহেব	সদস্য	মোগলাবাজার	০১৭১২-৩১৯২৩৫
৪৭	হাফিজ মাওলানা আফতাবুদ্দিন সাহেব	সদস্য	সিলেট জেলা	০১৭১৫-০২০ ৮১২
৪৮	মাওলানা ছাইফুল্লাহ সাহেব	সদস্য	সিলেট জেলা	০১৭১৬-৫৬৭০০৯
৪৯	মাওলানা জিল্লুর রহমান সাহেব	সদস্য	সিলেট জেলা	০১৭১৬-৯০৫২৯৪
৫০	মাওলানা মুসাদ্দিক আহমদ সাহেব	সদস্য	সিলেট জেলা	০১৭১২-২৬৮৪৫৮
৫১	হা. মাও. ড. সৈয়দ রেজওয়ান আহমদ সাহেব	সদস্য	সিলেট জেলা	০১৭১২-০৩৫৫৯২
৫২	মাওলানা মোঃ তৈয়্যিবুর রহমান চৌধুরী সাহেব	সদস্য	সুনামগঞ্জ জেলা	০১৭১৬-১২২০৩২
৫৩	মাওলানা রফিক আহমদ উলাশ নগরী সাহেব	সদস্য	সুনামগঞ্জ জেলা	০১৭১০-১৮৫৫৬৩
৫৪	মাওলানা মোঃ রিয়াজ উদ্দিন রাউলী সাহেব	সদস্য	সুনামগঞ্জ জেলা	০১৭১২-৩২৮০৮৮
৫৫	মাওলানা শাহ আব্দুস সালাম সাহেব	সদস্য	হবিগঞ্জ জেলা	০১৭১২-৭৪৫০৩০
৫৬	হাফিজ মাওলানা নূরুল আমীন সাহেব	সদস্য	হবিগঞ্জ জেলা	০১৭১৯-৪৪৫১৭৯
৫৭	মাওলানা হাবিবুল্লাহ খান সাহেব	সদস্য	হবিগঞ্জ জেলা	০১৭২৩-৩২৬৭৩৮
৫৮	হাফিজ মাওলানা মুজাহিদ আহমদ সাহেব	সদস্য	হবিগঞ্জ জেলা	০১৭২৩-৩২৬৭৩৬
৫৯	মাওলানা মোঃ মোছলেহ উদ্দিন আমিরপুরী	সদস্য	মৌলভীবাজার জেলা	০১৭১৭-০২১ ৪৭৬
৬০	হাফিজ মাওলানা আব্দুল মুনঈম সাহেব	সদস্য	মৌলভীবাজার জেলা	০১৭৪৫-৬৯৬ ৯১৯
৬১	হাফিজ মাওলানা রাশিদ আহমদ সাহেব	সদস্য	মৌলভীবাজার জেলা	০১৭২৯-৫৭৩ ৭৭৮
৬২	মাওলানা এনামুল হক নুমান সাহেব	সদস্য	মৌলভীবাজার জেলা	০১৭১৬-৪৬৯ ২৩৫
৬৩	মাওলানা হেলাল উদ্দিন	সদস্য	যুক্তরাজ্য কমিটি	
৬৪	মুফতি বুরহান উদ্দিন	সদস্য	যুক্তরাজ্য কমিটি	+৪৪ ৭৮৭৬ ৪০৩২৩৯
৬৫	হাফিজ মুশতাক আহমদ	সদস্য	যুক্তরাজ্য কমিটি	